ضیاء النبی ﷺ

দ্বিয়াউন্নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

মূল

জাষ্টিস আল্লামা পীর মুহাম্মদ করমশাহ আল আযহারী (রহ.)

অনুবাদ

মাওলানা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী

MOULANA MD. IMAD UDDIN CHOWDHURY FULTALI

প্রকাশক
এম. এ. বছির চৌধুরী
(এডভোকেট সুপ্রীম কোর্ট)
চেয়ারম্যান, মুসলিম হ্যান্ডস বাংলাদেশ
১২৩/১, জিগাতলা, ঢাকা।

সর্বস্বত্ব - লেখক

প্রকাশকাল

প্রথম সংস্করণ
সফর-১৪২৩ হিজরী
এপ্রিল-২০০২ ইংরেজি
বৈশাখ-১৪০৯ বাংলা

তৃতীয় সংস্করন
জানুয়ারী ২০১৯ ইংরেজি
পৌষ ১৪২৫ বাংলা
রবিউস সানি ১৪৪০ হিজরী

মূল্য ঃ ৩০.০০

দ্বিয়াউন্নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

মূল

জাষ্টিস আল্লামা পীর মুহাম্মদ করমশাহ আল আযহারী (রহ.)

অনুবাদ

মাওলানা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী

MOULANA MD. IMAD UDDIN CHOWDHURY FULTALI

লেখকের আরজ

مولاے صل و سلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم

১৯৯৬ ইংরেজী সনে বৃটেন সফরকালে নটিংহাম থেকে কুড়িয়ে আনলাম এক মূল্যবান রত্ন, “দ্বিয়াউন্নবী” কিতাবখানা। রচনা করেছেন আল্লামা জাষ্টিস পীর করমশাহ আল আযহারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। মহতরম পীর ছাহেবের প্রিয় ভাজন সৈয়দ লখতে হাসানাইন (আল্লাহ তা'য়ালা যেন তাঁকে দীর্ঘায়ূ দান করেন) আমার হাতে কিতাবখানা তুলে দিয়ে উর্দূ থেকে বাংলায় অনুবাদ করার জন্য অনুরোধ করেন।

ইশ্‌ক ও মহব্বতের ভাষায় রচিত সঠিক তথ্য সম্বলিত মুবারক কিতাবখানা আমার এত পছন্দ হয় যে আমি আমার পীর ও মুর্শিদ ওয়ালিদ মহতরম আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলার খানেকায় বিরাদরানে তরীকতের মহফিলে ধারাবাহিক আলোচনা করি।

কিতাব খানার প্রথম খন্ডের ৪৮৭ থেকে ৫২৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অনুবাদ করে প্রকাশ করি।

যদি এ অধমের জীবনের ছায়া দীর্ঘায়িত হয় তবে সে ছায়ায় রাহমাতুল্লিল আলামীনের মায়ায় ভুলে কলম নিয়ে কিছুকাল অতিবাহিত করব।

একটি কথা মনে পড়ল- জীবনের দিনগুলি হেলায় খেলায় প্রায় শেষ করে দিলাম। আমার কামনার ধন, নিরাশা আঁধারে ঘেরা জীবন মরুর প্রান্তে আকাশে উদিত প্রভাতী তারা ছাকীয়ে কাওছার রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উদ্দেশ্যে নগণ্যতম কোন হাদিয়াও পেশ করতে পারলাম না।

ইয়া আল্লাহ ! দূর্গম পথের যাত্রী পাথেয় শূন্য এ অসহায় গোলামের প্রতি তুমি দয়া কর। প্রিয় মদীনার সদা প্রস্ফুটিত অনুপম সুগন্ধময় ফুলের ঘ্রাণে মন মস্তিষ্ককে অভিভূত কর। তোমার হাবীবের দিদার নছিব করে আমার দেহের পিঞ্জরের অচিন পাখিকে মায়া করে মরণ নদীর খেয়া পার করে নিও।

اللهم انا امنا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله
عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم فى الدارين برؤيته
آمين

ইতি
মদীনার পথের ধূলিকণা
মদীনার রাহগীর
ইমাদ উদ্দিন

সূচি

রহমতের পূর্বাভাস/৭
মিলাদের বরকতময় রাত/৭
চক্রান্তের বেড়াজালে সঠিক ইতিহাস/১০
অসিযুদ্ধে পরাজিত/১০
মধুজ্ঞানে বিষপান/১১
কোষ মুক্ত তরবারী নয়, বয়োবৃদ্ধদের কলমই জয়ী হল/১২
স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবীব কে মর্যাদা দান করেছেন/১৩
যুগে যুগে রাহমাতুল্লিল আলামীনের আগমন বার্তা/১৪
অবাঞ্ছিত গবেষক/১৫
কুরআনের সুসংবাদ/১৫
ইব্রাহীম (আ.) এর দোয়া/১৭
ঈসা (আ.) এর ঘোষণা/১৯
তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবে রাসূল (সা.) এর আলোচনা/২২
মৃত্যুর দুয়ারে সত্যের ঘোষক/২৪
ঈসায়ী ধর্মের আলেমগণও রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে অবগত ছিলেন/২৬
চারটি ইঞ্জিল প্রসঙ্গ/২৭
মহাসত্য প্রকাশিত হল ইঞ্জিল বারনাবাস থেকে/৩১
ঈসায়ীরা মূলত ত্রিত্ববাদী ছিল না/৩২
বিশ্বাসে পরিবর্তন/৩২
বিশপ পাল ও লুসিয়ান/৩২
এরিয়াস/৩৩
ইউরোপের ইতিহাস পরিবর্তন/৩৩
আবার উঠল ত্রিত্ববাদের ঢেউ/৩৪
প্রসঙ্গঃ বারনাবাসের ইঞ্জিল/৩৪
সত্য ইঞ্জিল আশ্চর্যজনকভাবে সংরক্ষিত হল/৩৫
সত্য প্রকাশে ইঞ্জিল বারনাবাস/৩৬
সত্য প্রকাশে ইয়ামন অধিপতি/৪১
রোম অধিপতির সত্য ঘোষণা/৪৫

রহমতের পূর্বাভাস

সারা পৃথিবী তমসাচ্ছন্ন। উদয়াচলে ঊষার আলো পরিদৃষ্ট হলো, যেন পূর্বাভাস ঘোষণা করলঃ অন্ধকার রাত শেষ হয়ে গেছে, সূর্য উদিত হবে, পৃথিবী আলোকিত হবে। অনাবৃষ্টির ফলে সৃষ্টির প্রাণ যেন অষ্টাগত, শ্যামল সুন্দর পৃথিবী ধুলোমলিন। পিপিলিকাও যেন একবিন্দু পানির জন্য বিচলিত। এমন সংকট কালে যখন আল্লাহ তায়ালা সকল তৃষ্ণার্থকে রহমতের বারিশ দান করার ইচ্ছা করেন, তখন শিতল বাতাস প্রবাহিত করে বৃষ্টির সুসংবাদ দান করেন -

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ

"তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে বায়ুকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন।" (আল-আ'রাফ ঃ ৫৭)

ঠিক এমনিভাবে আফতাবে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদিত হবার পূর্বে বহু ধরণের পূর্বাভাস পরিলক্ষিত হয়।

আল্লাহ তায়ালা নবীগণের উপর যে সকল আসমানী কিতাব নাযিল করেন, সেগুলিতে স্থানে স্থানে এমন একজনের গুণাবলী ও পরিচিতি বিবৃত ছিল, যেগুলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মধ্যে বিদ্যমান। যুগে যুগে উলামায়ে কেরামগণ তাঁদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং আউলিয়ায়ে কেরামগণ তাঁদের খান্‌কায় রাহমাতুল্লিল আলামীনের আলোচনা করে মানুষের অন্তঃকরণকে সঞ্জিবীত করতেন এবং শান্তি দান করতেন।

আহলে কিতাবের আলীম ও সংসার বিরাগী দরবেশগণ, আহলে জাহিলিয়াতের জ্যোতির্বিদগণ এবং অনেক রাজা বাদশাহও ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আগমনবার্তা ঘোষণাকারী।

মিলাদের বরকতময় রাত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পবিত্র জীবনী লিখকগণ মিলাদ বা পবিত্র জন্মরজনীতে সংগঠিত অনেক অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

যেমন ঃ

(১) কাবায় যে সকল ভূত-মূর্তি রাখা ছিল, তারা মাথা নত করে সেজদায় পড়ে যায়, কেননা ঐ রাত ছিল মূর্তি ধ্বংসকারীর আগমনের রাত।

(২) জন্মের সময় এমন একটি নূর প্রকাশিত হয়, যার আলোকে হযরত আমিনা শামের বালাখানা সমূহ দেখতে পান।

(৩) ইরানে কেন্দ্রীয় অগ্নিকুন্ড যা এক হাজার বছর থেকে প্রজ্জলিত ছিল, তা হঠাৎ নিভে যায়।

(৪) ইরান অধিপতি কিসরার প্রাসাদ প্রকম্পিত হয় এবং ১৪টি গম্বুজ ধ্বসে পড়ে।

(৫) ইমাম ইবনে ইসহাক তৎপ্রণীত সিরাত গ্রন্থে হেশাম বিন উরুয়া থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রাদ্বিঃ)-কে বর্ণনা করতে শুনেছেনঃ একজন ইয়াহুদী ব্যবসা উপলক্ষে মক্কায় অবস্থান করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জন্মের রাতে কুরাইশদের এক মাহফিলে এসে ইয়াহুদী ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের ঘরে কারও কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে কি না?" তারা উত্তর দিলেন, খোদার কসম! আমরা জানিনা। তাদের উত্তর শুনে ঐ ব্যক্তি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, "আল্লাহু আকবার! আপনারা যেভাবে হোক আপনাদের ঘরগুলিতে জিজ্ঞেস করুন। আমার কথাটি অবহেলা করবেন না। আজ রাতে এই উম্মতের নবী জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁর উভয় স্কন্ধের মধ্যস্থলে একটি গুচ্ছ পরিদৃষ্ট হবে"। ইয়াহুদীর কথা শুনে তারা মজলিশ ত্যাগ করে নিজ নিজ ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, কুরাইশ বংশের কোন ঘরে কি কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে? অবশেষে তারা জানতে পারল যে, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিবের ঘরে এক সন্তান জন্মগ্রহণ করেছেন। যাঁর নাম মুহাম্মদ। লোকেরা ঐ ইয়াহুদীর নিকট গিয়ে সংবাদ দিলেন। ইয়াহুদী লোকটি বললেন, আমি এই ছেলেকে দেখব। লোকেরা ঐ ব্যক্তিকে নিয়ে হযরত আমিনার ঘরে গেলেন। ঐ ব্যক্তি হযরত আমিনার ঘরে উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনার সন্তান আমাকে দেখান। হযরত আমিনা তাঁর নয়নের মণি শিশু সন্তানকে

দেখার অনুমতি দিলেন। ইয়াহুদী তাঁর পীঠ থেকে কাপড় সরিয়ে গুচ্ছ (মোহরে নবুওত) দেখে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। ইয়াহুদী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসলে লোকেরা তাকে প্রশ্ন করল, তোমার এমন অবস্থা কেন হল ? সে অনুতাপ করে বলল, আজ থেকে বনী ইসরাইলের বংশে নবুওতের দিন শেষ হয়ে গেল। হে কুরাইশ বংশের লোকেরা ! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। এই নবজাতক শিশু তোমাদেরকে উন্নতির পথে নিয়ে যাবেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তোমাদের সুনাম ছড়িয়ে পড়বে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়দাইশের বরকতময় মুহূর্তে বহু অলৌকিক ঘটনা সংগঠিত হয়। অনেক আধুনিক সিরাত প্রণেতা (রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জীবনী লেখক) সেগুলিকে অস্বীকার করতে চান। ইমাম মুহাম্মদ আবু জুহরা তাঁর রচিত খাতামুন্নাবীঈন কিতাবে এ সকল ঘটনা বর্ণনা করার পর যারা অস্বীকার করেন তাদের উক্তিকে শক্তভাবে খন্ডন করেছেন। তিনি বলেন, বর্ণনা শুদ্ধ কি অশুদ্ধ তা ঠিক করার জন্য যা দেখা জরুরী তা হলো, সনদের দিক দিয়ে উক্ত বর্ণনা কোন্ স্তরের। যদি সনদ সঠিক হয় এবং বর্ণনাকারী সঠিক হন তবে রেওয়ায়ত গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি মুহাদ্দিসীনেকেরাম সনদ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এই মাপকাঠিতে সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে কেবলমাত্র 'বর্ণনা ঠিক নয়' এ ধরণের মন্তব্য করা অজ্ঞতার পরিচায়ক।

আল্লামা শেখ মুহাম্মদ আবু জুহরা বলেন, ইমাম ইবনে কাছির এ সকল ঘটনা তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। কোন কোনটি সম্পর্কে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং কোন কোনটি সম্পর্কে মন্তব্য করা থেকে বিরত রয়েছেন।

ইমাম ইবনে কাছির যে সব বর্ণনা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছেন সেগুলিকে আমরাও গ্রহণযোগ্য মনে করিনা। কিন্তু যে সকল বর্ণনা সম্পর্কে ইবনে কাছিরের মত পর্যবেক্ষক ব্যক্তি কোন আপত্তি করেননি বরং নিরব, আমরাও সেগুলিকে সত্য মনে করি। এতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই।

চক্রান্তের বেড়াজালে সঠিক্ ইতিহাস

মুসলমানরা এক পর্যায়ে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকলেন না বরং ইউরোপের উপর আঘাত হানলেন। 'তারিক' স্পেনের বিস্তৃত এলাকা দখল করলেন। স্থানে স্থানে মসজিদ নির্মাণ করা হল, মসজিদগুলির সুউচ্চ মিনার হতে দৈনিক পাঁচবার আযানের সুর উঠল। খৃষ্টানদের দেশে লা-শরীক আল্লাহর তৌহীদের বাণী প্রচারিত হল।

খৃষ্টানরা স্থানে স্থানে মার খেয়ে অবশেষে বায়তুল মাক্বদিস উদ্ধারের নামে সালাহ উদ্দিন আয়্যুবীর বিরুদ্ধে এক প্লাটফর্মে আসল। ইউরোপের আমীর-উমারা, ধনী-গরীব, ধর্মযাজক সকলে একত্রিত হল। জার্মান, ইটালী ও ফ্রান্স বৃহৎ ইউরোপের কর্ণধারগণ রিচার্ডের অধীনে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হল। প্রায় ২০০ বছর ধরে অব্যাহত ধারায় পরিচালিত ক্রুসেড যুদ্ধের যবণিকাপাত হল। গাজী সালাহ উদ্দীন ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে বায়তুল মাক্বদিস খৃষ্টানদের হাত থেকে উদ্ধার করলেন।

তারা অসিযুদ্ধে পরাজিত হয়ে মসিযুদ্ধ আরম্ভ করল

এ ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার জন্য এবং এর মূল কারণ অন্বেষণ করার জন্য তাদের চিন্তাবিদ, গবেষক, মনস্তত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, রাজনীতিবিদ ও ধর্মীয় নেতাদের সমন্বয়ে কয়েকটি কমিশন গঠন করা হল। তাদের দায়িত্ব হল যে, তারা অন্বেষণ করবে মুসলমান মুজাহিদদের মধ্যে এ দুর্জয় শক্তি কোথা থেকে আসে। বছরের পর বছর গবেষণা ও নিরীক্ষণের পর তারা আবিষ্কার করল যে, মুসলমানদের এ শক্তির উৎস- হযরত মুহাম্মদ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নির্ভেজাল প্রেম। যতক্ষণ মুসলমানদের অন্তরে তাদের প্রাণ-প্রিয় নবীর ভালবাসার প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকবে ততক্ষণ দ্বীনের জন্য সঠিক ত্যাগ স্বীকার করার প্রেরণা তাদের অন্তরে থাকবে। এমতাবস্থায় কোন ক্রমেই মুসলমানদেরকে পরাভূত করা যাবে না।

তারা ঠিক করল নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি মুসলমানদের আক্বিদা-বিশ্বাসকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে সন্দেহের বীজ বুনতে হবে। যদি কিছুই না পারা যায় তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্নেহ-ভালবাসা উদ্দীপক বিষয়গুলিকে শিরক বা কমপক্ষে

বিদ্‌আত অপবাদে আখ্যায়িত করতে হবে। তারা এ কর্মকে নিজেদের একটা মৌলিক দায়িত্ব হিসাবে বেছে নিল। এভাবে ইসলামের শত্রুরা একটি গোপন কৌশল অবলম্বন করল। এ কর্মের দায়িত্ব অর্পণ করা হল এমন অভিজ্ঞ প্রফেসর ও গুরুজনদের হাতে, যারা বিখ্যাত সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষাদান করেন, তাদের ব্যক্তিত্বকে অস্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান করার উদ্দেশ্যে বিবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করা হল। প্রচার করা হল যে, তারা একেকজন নিরপেক্ষ সমালোচক। নিরিক্ষণে কোন পক্ষপাতিত্ব করেন না। সদা-সর্বদা সত্য কথাই বলেন। এভাবে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করে ছাত্র, বিজ্ঞজন ও সত্য অন্বেষণকারী লোকদের দৃষ্টিতে ঐ সকল ব্যক্তির মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করা হল।

মধুজ্ঞানে বিষপান

তারপর ঐ নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ তাদের কলমে মধু তুল্য বাণী সরবরাহ করতে লাগল, ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের পুস্তকাবলী পাঠ করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে বেমালুম গ্রহণ করতে লাগল। তারা চিন্তাও করতে পারল না যে, ঐ সকল মধুর সাথে বিষ পরিবেশন করা হচ্ছে। বুঝতে পারল না যে, তাদের মূল আবেগকে ও ধর্মানুভূতিকে সমাহিত করা হচ্ছে। ঐ সকল নির্বাচিত লোকেরা যে বিষয়টিকে তাদের আক্রমণের মূল বিষয় হিসাবে সাব্যস্ত করল তা হল, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর বর্ণনা, যে গুণাবলী কোন মানুষ দান করেনি। স্বয়ং রহমান-রহীম আল্লাহ তায়ালাই তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দান করেছেন। ঐ সকল লোকের বর্ণনাভঙ্গী এমন আকর্ষণীয় এবং ভয়ানক যে, আল্লাহ তায়ালা তৌফিক দান না করলে তা থেকে নিস্কৃতি পাওয়া মুশকিল। তাদের পদ্ধতি হল, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্যাপি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা লিপিবদ্ধ করেন। পাঠক যদি সহজ-সরল লোক হোন তবে ঐ লেখকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। লক্ষণীয় বিষয় হল, ঐ লেখকরা মাঝে মধ্যে এমন দু'চারটি শব্দ লিখেন যার ফলে সমস্ত বর্ণনা মরিচীকা রূপ ধারণ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে যে মুহব্বত ভালবাসা সৃষ্টি হওয়ার কথা তা উধাও হয়ে যায়। তাদের অভিযানকে সফলকাম করার

উদ্দেশ্যে বড় বড় ধনবান দেশগুলি প্রচুর অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে থাকে। যে সব লোককে এ কাজের জন্য নির্ধারণ করা হয় তাদেরকে মোটা অংকে সাহায্য করা হয় এবং তাদের লিখিত পুস্তকাদি প্রচুর অর্থ ব্যয়ে প্রকাশ করা হয়। বিবিধ প্রচার মাধ্যমে প্রচার করা হয়। ফলে কিছুকালের মধ্যে অজ্ঞাত লোকটি সুখ্যাতি লাভ করে।

যদি কোন দুঃসাহসি সাহস করে তাদের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা করেন তবে তাকে 'মৌলবাদী', 'অন্ধবিশ্বাসী' ইত্যাদি খেতাব দিয়ে অপবাদগ্রস্থ করা হয়।

কোষ মুক্ত তরবারী নয়, বয়োবৃদ্ধদের কলমই জয়ী হল

শেষ পর্যন্ত অবশ্যই স্বীকার করতে হয়, যে কাজটি রিচার্ডের ক্ষুরধার তরবারী ক্রুসেড বাহিনীর অগণিত সৈন্যের প্রাণের বিনিময়ে করতে পারেনি সে কাজ ইউনিভার্সিটির আসনে বসে বয়োবৃদ্ধ প্রফেসরগণ কলমের দ্বারা অতি সহজেই সম্পন্ন করলেন।

পাশ্চাত্যের বিষাক্ত প্রভাব আমাদের জাতীয় জীবনে ও ধর্মীয় জীবনের প্রতিটি শাখায় আমরা প্রকাশ্য অনুভব করছি। পাশ্চাত্যের ঐ সকল লোকের দ্বারা প্রভাবিত এক শ্রেণীর মুসলিমরাও নিন্দনীয় কুঠারাঘাত হানছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অলৌকিক ঘটনাবলীর উপর। ইউরোপীয় ঐ সকল জ্ঞানীরা নবীগণের মুজেযার বিরুদ্ধে যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন, তা উদ্ধৃত করে ঐ নামধারী মুসলমানরা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কালো করে চলেছেন। ঐ সকল নিদর্শনকে অসম্ভব ও যুক্তি বহির্ভূত প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা করছেন। তাও যদি সম্ভব না হয় তবে হাদীসের সনদ সম্পর্কে কৌশলে সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। এ সকল অবাঞ্ছিত ব্যক্তিবর্গ এমন হাদীস যে হাদীস বিবিধ সনদ মাধ্যমে বর্ণিত আছে, কোন এক বর্ণনার মধ্যে একজন দুর্বল বর্ণনাকারীর খোঁজ পেলে বর্ণনাকে বাতিল ঘোষণা করতে বিলম্ব করছেন না। এরা ইহা জানার তাওফিক থেকেও বঞ্চিত- ঐ হাদীসের একটি বর্ণনায় দুর্বল বর্ণনাকারী থাকলেও ঐ হাদীসেরই অন্য সনদে গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী আছেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুজিযা ছাড়াও যে হাদীসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে এবং যে হাদীস পাঠ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুহব্বত ভালবাসায় মানুষের অন্তর সজীব হয়, সে সকল হাদীসকে বাছাই করে তারা এর সত্যতা সম্পর্কে বিবিধ সন্দেহ সৃষ্টি করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুহব্বত-ভালবাসায় মানুষের অন্তঃকরণ সঞ্জিবীত হয় এমন সব বর্ণনাকে তারা ইচ্ছাকৃত ভাবে বাদ দিয়েছেন। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ সকল গুণাবলী যদি বর্ণনা করা হয়, তবে সাধারণ লোক নবীকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করবেনা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। কেননা (তাদের ভাষায়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে সাধারণ লোক হিসাবে পরিচয় দিলে সাধারণ লোক তাঁর অনুসরণ করবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলী বিশ্লেষণ করার কোন প্রয়োজন নেই (নাউজুবিল্লাহ)।

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবীব কে মর্যাদা দান করেছেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে অতুলনীয় মর্যাদার অধিকারী করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। কিন্তু দুঃখের বিষয় ওরা চিন্তা করেনা- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বুলন্দ মর্যাদা আল্লাহ তায়ালা দান করেছেন এজন্য যে, তাঁকে প্রেরণ করার উদ্দেশ্য যেন পূর্ণভাবে সাধিত হয়। ওরা চিন্তা করে না যে, আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদার বর্ণনা বাদ দিলেই কি রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য সাধিত হবে? আসল ব্যাপার হল, সর্বজ্ঞ রহমান-রহীম আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মাহবূব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এতো অগণিত মর্যাদায় ভূষিত করেছেন যে, তা অবগত হলে আল্লাহর বান্দারা প্রত্যেকটি নির্দেশ পালনের জন্য দ্বিধাহীন চিত্তে এগিয়ে আসবে।

সত্য কথা বলতে গেলে পাশ্চাত্যের ঐ সকল গুণী-জ্ঞানীদের সরবরাহ করা সুরমা চোখে যারা দিয়েছেন, তারা কিভাবে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সৌন্দর্য অবলোকন করতে পারবেন। যে নূরানী ব্যক্তিত্বকে সৌন্দর্য মন্ডিত করে পথহারা মানুষের পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব অর্পণ

করা হয়েছে। সে অনুপম সৌন্দর্যে আকৃষ্ট না হয়ে স্বদেশী-বিদেশী উন্নত ডিগ্রীধারী লোকেরা যদি পাশ্চাত্যের ঐ সকল বুদ্ধিজীবীদের শিকারে পরিণত হন, তবে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। অনুতাপের বিষয়, আমাদের দ্বীনী প্রতিষ্ঠানগুলিতেও এমন-সব অবাঞ্চিত জ্ঞানী-গুণীদের সমাবেশ ঘটেছে, যারা পাশ্চাত্যের ঐ সব জ্ঞানীদের শিকারে পরিণত হয়েছেন।

পবিত্র সীরাত বিষয়ের উপর বর্তমানে এমন অবাঞ্চিত অনেক পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে, যেগুলির মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা ও মুহব্বত- ভালবাসা উদ্দীপক বহু সঠিক বর্ণনা বাদ দেয়া হয়েছে। যেগুলি পাঠ করে পাঠকের অন্তঃকরণে রুহানীয়াতের উন্মেষ ঘটেনা। এ সকল পুস্তক পাঠ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রেম ভালবাসার কোন ঢেউ অন্তরে সৃষ্টি হয় না। অন্তরে এমন কোন আলোড়নই সৃষ্টি হয় না। বিনা শর্তে নির্বিঘ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করার প্রেরণাও সৃষ্টি হয় না। আমার আশা হল যে, আমার খালিক, মালিক মেহেরবান মাবুদ, মেহেরবান আল্লাহ তায়ালা স্বীয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে যে পূর্ণতা, যে সৌন্দর্য ও প্রশংসনীয় গুণাবলী দ্বারা ভূষিত করেছেন এবং তাঁর আদর্শকে হৃদয়গ্রাহী গুণাবলী দ্বারা সৌন্দর্যমন্ডিত করেছেন, যতটুকু সম্ভব তা বর্ণনা করার চেষ্টা করব। যেন এ পবিত্র সীরাত পাঠকারীর মন-মানসিকতায় ঐ নূরানী আভার প্রতিফলন ঘটে। পাঠকের অন্তঃকরণ ঐ সুন্দরের অভিলাষি হয়। যাঁর মর্যাদাকে স্বয়ং রাব্বুল আলামীন উন্নীত করেছেন। যাঁর আলোচনাকে বুলন্দ করেছেন। কার সাধ্য যে এ মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করে এবং আলোচনাকে খর্ব করে ? কোন্ মিসকিনের শক্তি আছে যে, তার মধ্যে কিছু বর্ধিত করবে ? স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবীবকে সবচেয়ে উন্নত মর্যাদা দান করেছেন। এখন লক্ষ লক্ষ মানুষ যদি চিন্তা করে মাথা আচড়ে মরে তবুও নিজের পক্ষ থেকে আর কিছু বর্ধিত করতে পারবে না।

যুগে যুগে রাহমাতুল্লিল আলামীনের আগমন বার্তা ঘোষণা করা হয়েছে

রাব্বুল ইজ্জত তাঁর অতুলনীয় বান্দাহ্ আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এ মাটির পৃথিবীতে প্রেরণ করার পূর্বে তাঁর সুভাগমনের সংবাদ এত অধিক প্রকাশ করেছেন যে, আসমানী কিতাবসমূহ, ইতিহাস গ্রন্থ, ধর্মীয় পুস্তক এ সকল ঘোষণা ও সুসংবাদে পরিপূর্ণ।

অবাঞ্ছিত গবেষক

আধুনিক বিশ্বে অনেকেই এসব আলোচনা থেকে নিজেকে দূরে রেখেছেন এবং নিজেকে দূরে রেখে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তিনি একজন বিচক্ষণ নিরীক্ষক ও গবেষক। কেউ কেউ আবার এ সকল বিষয়কে বেছে নিয়ে মনগড়া ও দুর্বল সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা করেছেন। এ সকল ব্যক্তিদের মত আমার তেমন দুঃসাহস নেই যে, পবিত্র কুরআন শরীফে এতদ্বিষয়ে যে সকল পবিত্র আয়াত রয়েছে, হাদীস শরীফে ও সীরাত্ বিষয়ে যে সকল নির্ভরযোগ্য বর্ণনা আছে এবং ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে যেসকল সঠিক ঘটনা আছে সেগুলো আলোচনার বাইরে রাখব। (এ সকল মূল দলীলকে বাদ দিয়ে) আমি বলতে চাই না যে, পাশ্চাত্যের নামকরা অমুক প্রফেসর, অমুক ঐতিহাসিক তা সত্য বলে গ্রহণ করেননি তাই আমি তা বাদ দিয়ে দিলাম। যদি আমি এমন করতাম তবে আমি হতাম সত্য প্রকাশে কৃপণ, সত্য প্রকাশে কাপুরুষ এবং খিয়ানতকারী; বরং আমি মনে করি ইহা আমার উপর ফরজ যে, আমাদের পূর্ববর্তী সলফে সালেহীন, উলামায়ে রাব্বানীন, আমাদের বুদ্ধিজীবীগণ, আমাদের ঐতিহাসিকগণ যে সকল বিষয়কে সঠিক বলে নির্ধারণ করেছেন তা বর্ণনা করি।

কুরআনের সুসংবাদ

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ
ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ
قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا قَالَ
فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ○ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ
ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○ (ال عمران ٨١، ٨٢)

"স্মরণ কর যখন আল্লাহ তায়ালা নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, তোমাদিগকে কসম দিয়ে বলছি যা আমি দিব তোমাদিগকে কিতাব বা হিকমত। তারপর আসেন তোমাদের নিকট সে রাসূল যিনি সত্যায়নকারী হবেন, সে সকল কিতাবের যে কিতাবগুলি তোমাদের নিকট আছে। তোমরা অবশ্যই তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবে। (তারপর) বললেন, তোমরা কি অঙ্গীকার করেছ? এবং আমার পক্ষ থেকে যে বোঝা তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছ? সকলেই নিবেদন করলেন, আমরা স্বীকার করলাম, আল্লাহ তায়ালা বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী। তারপর যে প্রত্যাখান করবে (এ সুকঠিন অঙ্গীকারের পর) তারাই তো ফাসিক (আলে ইমরান ঃ আয়াত ঃ ৮১-৮২)।

হযরত আলী (রাদ্বি.) ও ইবনে আব্বাস (রাদ্বি.) হতে বর্ণিত ঃ আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নবীর নিকট থেকে এ পাকাপোক্ত প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন যে, তাঁদের সময় যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসেন, তবে এ নবীর জন্য অপরিহার্য যে, তিনি রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর রিসালাতের উপর ঈমান আনবেন। ঈমান এনে উম্মতের অন্তর্ভূক্ত হবেন এবং তাঁর দ্বীনের সার্বিক সাহায্য করবেন। প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মতের নিকট থেকেও এ ওয়াদা গ্রহণ করেছেন। রুহুল মায়ানী প্রণেতা আবুল ফদ্বল শিহাব উদ্দিন মাহমুদ আল-আলুছী আল-বাগদাদী স্বীয় তাফসীরে লিখেছেন-

مِنْ هُنَا ذَهَبَ الْعَارِفُوْنَ اِلَى اَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ
هُوَالنَّبِيُّ الْمُطْلَقُ وَالرَّسُوْلُ الْحَقِيْقِيُّ وَالْمُشَرِّعُ الْاِسْتِقْلَالِيُّ
وَاَنَّ مَنْ سِوَاهُ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ فِيْ
حُكْمِ التَّبْعِيَّةِ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

"আরিফগণ বলেছেন, বিশেষ শরীয়তের প্রবর্তক সকলের জন্য প্রকৃত রাসূল হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অন্যান্য সব আম্বিয়ায়ে কেরাম তাঁর অধীনস্থ।"

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা দু'টি বিষয় পরিস্কারভাবে প্রতিয়মান হয়-

প্রথমত ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের শুভ সংবাদ পূর্বেই দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা এমনভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক সত্তা যাঁর উপর ঈমান আনয়ন ও তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করা আম্বিয়ায়ে কেরামের জন্য অপরিহার্য।

এখন লক্ষণীয় বিষয় হল, যে নবী আম্বিয়াকুলের রাহবার ও মুকতাদা তাঁর মর্যাদা যে কত ঊর্ধ্বে তা অনুমান করা মুশকিল।

ইব্রাহীম (আঃ) -এর দোয়া

কা'বা নির্মাণের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। রহমতে এলাহীর দ্বার উন্মুক্ত। সাইয়্যিদুনা ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম দোয়া করছেন। ইসমাঈল (আ.) আ-মীন বলছেন। রাব্বুল ইজ্জত দোয়া কবুলের সুসংবাদ দান করেছেন। ইব্রাহীম (আ.) দোয়া করছেন-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"হে আমাদের রব ! তাদের মধ্যে প্রেরণ করুন সম্মানিত রাসূল তাদেরই মধ্য হতে, যেন তিনি তাদের শুনান তোমার আয়াতসমূহ আর শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত এবং তাদের নিষ্কলুষ করেন। নিশ্চয় তুমি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাশীল" (বাক্বারা-১২৯)।

যে কোন ঈমানদার ব্যক্তি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম বিনয় সহকারে যে দোয়া করেছিলেন তা আল্লাহ তায়ালা কবুল করেছেন। এ ব্যাপারেও নিশ্চিত যে, যাঁর আবির্ভাবের জন্য ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম নিবেদন করেছিলেন, তিনি হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর বংশের। ইতিহাস দ্বারা সুপ্রমাণিত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর বংশে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কোন নবী আসেন নাই। তাই যে নবীর জন্য দোয়া করা হয়েছিল, তিনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কেউ নন। নিম্নোদ্ধৃত হাদীস শরীফ দ্বারা তা'ই

প্রমাণিত হয়। আল্লামা ইবনে জওযী তৎপ্রণীত 'ওফা' কিতাবে এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন-

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنِّيْ عِنْدَ اللهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِيْ
طِيْنَتِهِ وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ ذٰلِكَ :
أَنَا دَعْوَةُ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ وَبِشَارَةُ عِيْسٰى وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِيْ رَأَتْ
وَكَذٰلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّيْنَ يَرَيْنَ

"হযরত ইরবাদ্ব ইবনে ছারিয়া (রাদ্বি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী প্রদান করেছন ঃ আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট খাতামুন্নাবিয়ীন-এর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলাম। অথচ আদম (আ.) -এর খামির প্রস্তুত করা হচ্ছিল। বিষয়টির সূচনা সম্পর্কে বলছি ঃ আমি আমার পিতা ইব্রাহীমের দোয়ার ফল। ঈসা (আ.) যার আগমনের সুসংবাদ দান করেছেন সে আমি। আমার মা যে স্বপ্ন দেখেছেন তার তাবির বা তথ্য আমি। অনুরূপভাবে নবীগণের মাকে দেখানো হয়" (আল ওয়াফা ১ম খন্ড ৩৬ পৃষ্ঠা)।

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস রাহমাতুল্লিল আ-লামীনের উন্নত মর্যাদাকে প্রকাশ করেছে। তিনি হচ্ছেন ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-এর দোয়ার ফসল-মূল্যবান রত্ন।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম স্বীয় ভগ্নহৃদয় সহচরগণকে ও বিপর্যস্ত উম্মতদেরকে তথা সমস্ত মানবকুলকে রাসূলুল্লাহ স্বাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শুভাগমনের যে সুসংবাদ দান করে আনন্দিত করেছিলেন, তিনি সে নবী। মা- যে স্বপ্ন দেখেছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামীনের নূরানী আকৃতিতেই তার প্রকাশ ঘটেছিল।

তাওরাত ও ইঞ্জিলে রাসূল (সা.)-এর সুসংবাদ

তাওরাত ও ইঞ্জিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনের সুসংবাদ ছিল। সূরা আরাফের ১৫৭ নং আয়াত শরীফ সামনে নিয়ে চিন্তা

ভাবনা করলে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আলোচনা তাওরাত ও ইঞ্জিল উভয় কিতাবেই ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসনীয় গুণাবলী ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহর রহমত যদিও বহু বিস্তৃত কিন্তু তা নসীব হবে তাঁর; যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুগত হবেন। ইহকাল ও পরকালে সফলতা তাঁরাই লাভ করবে যারা এ নবীর উপরে ঈমান আনবে, সম্মান প্রদর্শন করবে এবং সে নূরের অনুসরণ করবে, যে নূর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নাযিল হয়।

আয়াত শরীফ হল ঃ

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَ
يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا
بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"যারা অনুসরণ করে ঐ রাসূলের যিনি উম্মী, যাঁর আলোচনাকে তারা পায় লিপিবদ্ধ অবস্থায়, তাওরাত ও ইঞ্জিলের মধ্যে যা তাদের নিকট আছে। এ নবী নির্দেশ দেন তাদের উত্তম কাজের এবং বারণ করেন মন্দ কাজ থেকে। হালাল করেন তাদের জন্য পবিত্র বস্তু এবং হারাম করেন তাদের জন্য অপবিত্র বস্তু। তাদের বোঝাকে তাদের উপর থেকে নামিয়ে ফেলেন এবং সে শিকল যার মধ্যে তারা আবদ্ধ ছিল। সুতরাং যারা ঈমান আনল এ নবীর উপর, তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করল, সাহায্য করল এবং অনুসরণ করল সে নূরের, যে নূর তাঁর সঙ্গে নাযিল করা হয়েছে; ওরা সফল কাম" (সুরা আরাফ-১৫৭)।

ঈসা (আ.)-এর ঘোষণা

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বনী ইসরাইলকে যে বাক্য দ্বারা সম্বোধন

করেছিলেন আল্লাহ তায়ালা সূরা আছ্ছাফ-এর ৬নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًاۢ بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ۗ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ (الصف : ٦)

"এবং স্মরণ কর যখন মরিয়ম পুত্র ঈসা বললেন, হে বনী ইসরাইল ! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। আমি আমার পূর্বের তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং আমি সুসংবাদ দানকারী এমন এক রাসূলের, যিনি আসবেন আমার পর। তাঁর নাম 'আহমদ'। অতঃপর যখন তিনি আসলেন ওদের নিকট প্রকাশ্য নিদর্শন নিয়ে, তারা বললঃ ইহাতো প্রকাশ্য যাদু" (আছ্ছফ-৬)।

উল্লেখিত আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর পর যে নবী আসবেন বলে সুস-ংবাদ দিলেন এবং তাঁর পবিত্র নাম 'আহমদ' বলেও সুসংবাদ দিলেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, কুরআন শরীফে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) বনী ইসরাঈলের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম উচ্চারণ করে আগমন সংবাদ দিলেন। এ বিষয়ে অনেক আয়াত রয়েছে। এখানে শুধু একখানা আয়াত উদ্ধৃত করছি।

وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ (البقرة : ٨٩)

"যখন তাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কিতাব এসে পৌঁছল, যা সে বিষয়ে সত্যায়ন করে যা তাদের কাছে রয়েছে এবং ইতিপূর্বে বিজয় প্রার্থনা করত কাফিরদের বিরুদ্ধে (ঐ নবীর অসিলা নিয়ে)। যখন সে নবী তাদের নিকট আসলেন। যাঁকে তারা চিনত, তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করে বসল। আল্লাহর লানত কাফিরদের উপর।" (বাকারা-৮৯)

তাফসীরে রুহুলমায়ানী প্রণেতা আল্লামা আবুল ফদ্বল শিহাব উদ্দিন মাহমুদ আল আলুছী আল বাগদাদী উল্লেখিত আয়াত শরীফের তাফসীরে লিখেছেন ঃ "ইয়াহুদীদের ইচ্ছাকৃত কুফরীর একটি উদাহরণ হলো- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আগমনের পূর্বে ইয়াহুদীরা যখন কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হত এবং জয়লাভ করার কোন আশা থাকত না তখন তাওরাত কিতাবখানা খুলে যেখানে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রশংসা ও গুণাবলী রয়েছে, সেখানে হাত রেখে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি বলত ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ بِحَقِّ نَبِيِّكَ الَّذِىْ وَعَدْتَنَا اَنْ تَبْعَثَهُ فِىْ
اٰخِرِ الزَّمَانِ اَنْ تَنْصُرَنَا الْيَوْمَ عَلٰى عَدُوِّنَا فَيُنْصَرُوْنَ۔

"হে আল্লাহ! আমরা সে নবীর অসিলা নিয়ে নিবেদন করছি। যাঁকে প্রেরণ করার ওয়াদা তুমি করেছ। আমাদেরকে দুশমনদের বিরুদ্ধে বিজয় দান কর। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অসিলায় তারা জয়লাভ করত।"

আল্লামা ইবনে জওযী উল্লেখ করেছেন ঃ

وَقَالَ لَهُمْ مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَبِشْرُ بْنُ الْبَرَآءِ اِتَّقُوا اللّٰهَ وَ
اَسْلِمُوْا قَدْ كُنْتُمْ تَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَاِنَّا اَهْلُ شِرْكٍ تُخْبِرُوْنَا اَنَّهُ مَبْعُوْثٌ وَتَصِفُوْنَهُ لَنَا
بِصِفَتِهٖ۔ فَقَالَ سَلَامُ بْنُ مِشْكَمٍ: مَاهُوَ بِالَّذِىْ كُنَّا نَذْكُرُ
لَكُمْ مَا جَاءَنَا بِشَىْءٍ نَعْرِفُهُ۔

"মুয়াজ ইবেন জাবাল ও বিশ্‌র ইবনে বারা (রা.) ইয়াহুদীদেরকে সম্বোধন করে বলেন, হে ইয়াহুদীগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং ইসলাম গ্রহণ কর। তোমরা কি ভূলে গিয়েছ যখন আমরা মুশরিক ছিলাম তখন তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসিলা নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে জয় লাভ করতে ? তাছাড়া তোমরা আমাদের নিকট ঐ নবীর গুণাবলী বর্ণনা

করতে। সাল্লাম ইবনে মিশকাম তদুত্তরে বলে, আমরা যার আলোচনা করতাম তিনি ঐ ব্যক্তি নন। তিনি এমন কোন বিষয় নিয়ে আসেননি, যা সম্পর্কে আমরা অবগত ছিলাম।" (আল ওয়াফা ১ম খন্ড-৪৪ পৃষ্ঠা)।

ইয়াহুদীরা হিংসাজনিত কারণেই যে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে তা গোপন নয়। আল্লামা ইবনুল কাইঈম তার 'হাদিয়াতুল জবারী' কিতাবের ১৮ পৃষ্ঠায় এ ঘটনাকে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবে রাসূল (সা.)-এর আলোচনা

আতা ইবনে ইয়াছার থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাদ্বিঃ) -এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। আমি বললাম, তাওরাত কিতাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যে সকল গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, তা আমাকে বলুন, তিনি বললেন, "নিঃসন্দেহে তাওরাতে যে গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলি পবিত্র কুরআনেও বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর তিনি তাওরাতের নিম্ন লিখিত আয়াত পাঠ করেন —

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّحِرْزًا
لِّلْاُمِّيِّيْنَ اَنْتَ عَبْدِيْ وَرَسُوْلِيْ سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَسْتَ بِفَظٍّ
وَلَا غَلِيْظٍ وَلَا صَخَّابٍ فِي الْاَسْوَاقِ وَلَا تَجْزِيْ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ
وَلٰكِنْ تَعْفُوْ وَتَغْفِرُ وَلَنْ يَّقْبِضَهُ اللّٰهُ حَتّٰى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ
الْعَوْجَاءَ بِاَنْ يَّقُوْلُوْا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَيَفْتَحُ بِهٖٓ اَعْيُنًا عُمْيًا
وَّاٰذَانًا صُمًّا وَّقُلُوْبًا غُلْفًا۔ (انفرد باخراجه البخاری)

"হে নবী! আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি স্বাক্ষী রূপে, সুসংবাদ দানকারী, যথাযথ ভীতি প্রদর্শনকারী, উম্মীদের জন্য আশ্রয় দানকারী, আপনি আমার বান্দাহ্ ও আমার রাসূল। আমি আপনার নাম রেখেছি 'আল মুতাওয়াক্কিল' আপনি দুর্ব্যবহারকারী নন। কঠিন হৃদয় নন। হাট-বাজারে চিৎকারকারী নন। আপনি মন্দের বদলে মন্দ করেন না বরং ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে তাঁর দিকে আহ্বান করবেন না, যতক্ষণ না একটি বক্র জাতিকে দুরস্ত করেন এবং তারা বলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আল্লাহ তায়ালা আপনার

দ্বারা অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি, বধিরকে শ্রবণশক্তি এবং আবৃত অন্তঃকরণকে হেদায়াতের নূর দ্বারা আলোকিত করবেন।"

আয়াতসমূহ হতে আমাদের সামনে এ বিষয়টি পরিস্কার হয়ে গেল যে, আদিকাল থেকেই আল্লাহ তা'য়ালা খাতামুন্নাবিয়্যিন -এর আগমন সংবাদ প্রকাশ করেছেন। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে তাঁর প্রিয় হাবীবের গুণাবলী ও মর্যাদার কথা আলোচনা করেছেন। আম্বিয়া (আ.)-কে বাধ্য করেছেন ঈমান আনার জন্য এবং সাহায্য করার জন্য। পূর্ববর্তী নবীগণ নিজ নিজ উম্মতকে আশ্বস্থ করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমন সংবাদ দান করে।

বহু বর্ণনা আছে যার দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আহলে কিতাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে জানত। কিন্তু হিংসার বশবর্তী হয়ে ঈমান আনত না। আল্লামা ইব্‌নুল কাইঈম্‌ বর্ণনা করেন, হযরত ছফিয়া (যিনি পরে উম্মুল মোমিনীন এর মর্যাদা লাভ করেন) ছিলেন ইয়াহুদী সর্দার হুয়াই বিন আখতবের মেয়ে। তাঁর চাচার নাম ছিল আবু ইয়াছির বিন আখতব। ছফিয়া বর্ণনা করেন ঃ আমার পিতা ও চাচা আমাকে ছোটদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক স্নেহ করতেন। সাক্ষাৎ হলে আমাকে উঠিয়ে কোলে নিতেন। আল্লাহ তায়ালার পিয়ারা রাসূল যখন কুবায় তাশরীফ আনলেন এবং বনী আমর ইবনে আউফের মহল্লায় অবস্থান নিলেন, তখন আমার পিতা ও আমার চাচা অতি প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে যান এবং সূর্য অস্তমিত হলে ফিরে আসেন। তারা ফিরে আসলে আমি বুঝতে পারলাম যে উভয়ই শ্রান্ত, ক্লান্ত ও বিষণ্ন। আমি অভ্যাসমত স্নেহসহকারে বললাম মারহাবা-মারহাবা! তারা কিন্তু আমার দিকে একবারও তাকালেন না। তারপর শুনলাম আমার চাচা ইয়াছির আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি তাওরাতে বর্ণিত লক্ষণ ও গুণাবলী দ্বারা তাঁকে চিনতে পেরেছেন? আমার পিতা বললেন নিশ্চয়, আল্লাহর কসম!

তখন আমার চাচা বললেন ঃ আপনার খেয়াল বা ইচ্ছা কি?

আমার পিতা বললেন ঃ খোদার শপথ! যতক্ষণ জীবিত থাকব তাঁর সাথে শক্রতা পোষণ করব।

মৃত্যুর দুয়ারে সত্যের ঘোষক

বনি কুরাইজা ছিল ইয়াহুদী গোত্র, যারা ইয়াসরিবে (মদীনায়) অন্যান্য ইয়াহুদীদের সাথে বসবাস করত। আছিম বিন উমর বিন কাতাদা বর্ণনা করেন, বনী কোরাইজা গোত্রের নেতা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জান শু'বার দু'ছেলে আছাদ ও ছা'লাবা এবং উবাইদের ছেলে আছাদ কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেন? আমি উত্তর দিলাম জানি না। তখন ঐ ব্যক্তি বললেন যে, শাম দেশ থেকে আমাদের নিকট এক ইয়াহুদী এসেছিলেন। যার নাম ছিল ইবনুল হাইয়ান। ঐ ব্যক্তি আমাদের নিকট এসে বসবাস করলেন। আল্লাহর কসম ! ঐ ব্যক্তির মত উত্তম নামায আদায়কারী আমি দেখি নাই। ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের দু'বছর পূর্বে এখানে এসেছিলেন। আমাদের এখানে যখনি কোন দুর্ভিক্ষ বা অনাবৃষ্টি দেখা দিত, আমরা তাঁর নিকট দোয়ার জন্য আবেদন করতাম। তিনি আমাদেরকে সদকা করার জন্য বলতেন এবং ময়দানে গিয়ে দোয়া করতেন। তিনি দোয়া আরম্ভ করলে মেঘমালা জমা হতো এবং বৃষ্টি বর্ষিত হত। তা আমরা বারবার পরীক্ষা করেছি। তাঁর মৃত্যু আসলে আমরা সব তাঁর পাশেই সমবেত হয়েছিলাম। তিনি আমাদেরকে মৃত্যুর সময় বললেন, "তোমরা কি অবগত আছো, শাম দেশ যেখানে সব রকমের সুখ সাচ্ছন্দের ব্যবস্থা রয়েছে, তবুও আমি সব ত্যাগ করে কেন এ শহরে এসেছি যেখানে দারিদ্র ও ক্ষুধা ছাড়া আর কিছু নেই।" আমরা বললাম, এর কারণতো আপনিই জানেন। তখন তিনি বললেন, "আমি নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করে এখানে একাকী জীবন এজন্য অতিবাহিত করছিলাম আর এখন এ অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করছি, কারণ হল ঃ আমার আশা ছিল এক নবী আবির্ভূত হবেন, যাঁর আবির্ভাবের সময় অতিসন্নিকটে। এ শহরে তিনি হিজরত করে আসবেন। হে ইয়াহুদী সম্প্রদায়! যখন তিনি আসবেন তাঁর আনুগত্য স্বীকার করবে। তোমরা লক্ষ্য রাখবে যেন অন্য কেউ তোমাদের পূর্বে এ বিষয়ে অগ্রগামী না হয়।" তার পর ঐ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলেন।

যেদিন বনু কুরাইজার বস্তি ফতেহ হয়, ঐ দিন তিন যুবক আসলেন। (তারা ছিলেন শু'বার দু'ছেলে আছাদ ও ছা'লাবা এবং উবাইদের ছেলে আছাদ)

ইয়াহুদীদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তিনি (মুহাম্মদ সাঃ) ঐ ব্যক্তি যাঁর আলোচনা তোমাদের সামনে ইবনুল হাইয়ান করেছিলেন। ইয়াহুদীরা বলল, তিনি ঐ ব্যক্তি নন। যুবকরা বলল, আল্লাহর কসম! তিনি ঐ ব্যক্তি। তাঁর মধ্যে এমন সব গুণাবলী রয়েছে যার আলোচনা ইবনুল হাইয়ান করেছিলেন। (তিনজন যুবক) কেল্লা হতে নেমে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করলেন। তারা ইয়াহুদীদের কবলে ছেড়ে আসা স্ত্রী, পুত্র, ধন-দৌলতের তোয়াক্কাই করলেন না। (হেদায়াতুল হাওয়ারী পৃষ্ঠা ১৭-১৮)

মোট কথা এ ধরনের বহু ঘটনা রয়েছে যার দ্বারা প্রমাণীত হয় যে, ইয়াহুদী আলিমগণ এ সকল লক্ষণ দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পরিচয় করতে পারতেন। যেগুলো তাওরাতে উল্লেখ আছে। কিন্তু তারা হিং-সার বশীভূত হয়ে ঈমান থেকে বঞ্চিত থাকল।

ইবনে আবি নমলা থেকে বর্ণিত আছে যে, বনী কুরাইজা গোত্রের ইয়াহুদীরা তাদের কিতাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর গুণাবলী ও নাম যে আছে এ সম্পর্কে অবগত করত এবং বলত, মদীনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের স্থান। অবশেষে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় তাশরীফ আনলেন, তখন তারা হিংসার বশীভূত হয়ে ঈমান আনল না। (আল ওয়াফা ঃ ইবনে জাওযি পৃঃ ৪২)

মালিক বিন ছিনান বলেন, "আমি একদিন এক ইয়াহুদী গোত্র বনু আব্দুল আশহল-এর নিকট আলাপ আলোচনার জন্য গেলাম। ইহা ঐ সময়কার ঘটনা যখন ঐ গোত্র ও আমাদের মধ্যে অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। আমি শুনলাম ইউশা ইয়াহুদী বলছেন, "এক নবীর আবির্ভাবের সময় অতি নিকটে, তাঁর সম্মানীত নাম 'আহমদ'। যিনি হরম থেকে বের হবেন। তখন মালিক বিন ছা'লাবা আল আশহালী ঠাট্টাচ্ছলে বলল, ঐ ব্যক্তির আকৃতি কী হবে? ইউশা বললেন, তিনি হবেন খাটও নন দীর্ঘাকৃতিও নন? চোখের রং হবে লালচে। তিনি আমামা (পাগড়ী) বাধবেন, উটের উপর আরোহন করবেন। তাঁর কাঁধে কোষবদ্ধ তরবারী থাকবে। এ শহর (ইয়াছরিব) তাঁর

হিজরতের স্থান।" মালিক বিন ছিনান বলেন, এ কথাগুলি শুনে আমি খুবই অবাক হয়েছিলাম। আমার গোত্রের একজন লোক বললেন, এ কথাগুলি তো কেবল ইউশা বললেন না বরং ইয়াছরিববাসী সব ইয়াহুদীই বলে থাকেন। মালিক বিন ছিনান বলেন, তারপর আমি বনু কুরাইজার নিকট গেলাম, সেখানে কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আলোচনা করছিল।

قَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَاطَا : قَدْ طَلَعَ الْكَوْكَبُ الْأَحْمَرُ الَّذِيْ لَمْ يَطْلَعْ إِلَّا لِخُرُوْجِ نَبِيٍّ أَوْ ظُهُوْرِهِ، وَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا أَحْمَدُ وَهٰذَا مُهَاجِرُهُ

"জুবাইর বিন বাত্বা বলেন, লাল বর্ণের তারাটি কোন নবীর আগমনের সময় উদিত হয়। এখন আহমদ ছাড়া আর কোন নবী আগমন করবেন না। এ শহর হবে তাঁর হিজরতের স্থান।"

ঈসায়ী ধর্মের আলেমগণও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে অবগত ছিলেন

খৃষ্টধর্মের উলামাগণও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অবগত ছিলেন। নাজরান থেকে যে প্রতিনিধি দল মদীনায় হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে আবু হারিছ বিন আলকামা ছিলেন সবচেয়ে বড় আলিম, নেতা ও শিক্ষক। তাঁর জ্ঞানের জন্য তদানীন্তন রোমের খৃষ্টান সম্রাট তাঁকে বিশেষ সম্মান করতেন এবং সময় সময় যথেষ্ট উপঢৌকন দান করতেন। ফলে তার আর্থিক অবস্থাও যথেষ্ট স্বচ্ছল ছিল। এক দিনের ঘটনাঃ ঐ আলিম খচ্চরের উপর আরোহন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে পথ চলছিলেন। সঙ্গে তার ভাই কুরজ বিন আলকামাও ছিল। হঠাৎ আবু হারিছার খচ্চরের পদস্খলন হল। তখন কুরজ বলল- "তায়িছাল আবআদু" যার অর্থ হলঃ যে বহুদূরে সে যেন ধ্বংস হয়। তার উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কথাটি বলা। আবু হারিছা যার পর নাই রাগান্বিত হয়ে বললেন, 'বাল আন্‌তা তা'য়িছতা' অর্থাৎ তিনি নয় বরং তুমি ধ্বংস হও। কথা শুনে কুরজ বললেন "ভাই তুমি

কি বলছ? আবু হারিছা বললেন, "খোদার কসম! তিনি সে নবী যাঁর অপেক্ষায় আমি আছি"। তখন কুরজ বললো, "যদি তা সত্য হয় তবে তুমি কেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর ঈমান আনছ না"? তখন আবু হারিছা বললেন, "আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে যথেষ্ট সম্মান করে। তারা আমাকে ধনবান করেছে। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর ঈমান আনতে চায় না। এমতাবস্থায় আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান আনি, তবে আমাকে পদচ্যুত করা হবে এবং আর্থিক সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে।" তার ভাই কুরজ বার বার পিড়াপিড়ি করলেন। অপারগ হয়ে শেষ পর্যন্ত কুরজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। (হিদায়াতুল হাওয়ারী পৃঃ ২৭)

অনুরূপভাবে হাবশার অধিপতি নাজ্জাসীর নিকট যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্র পৌঁছল, তিনি বিনা দ্বিধায় দাওয়াত গ্রহণ করলেন এবং তিনি অনুতাপ করলেন যে, রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বে তিনি আবদ্ধ না থাকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হতেন এবং খেদমত করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বে এমন অনেক বাদশাহ ও বিভিন্ন রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের পূর্বে ঈমান ঘোষণা করেছেন। তন্মধ্যে একজন তুব্বা কওমের বাদশাহ হিমইয়ারী।

এখন প্রশ্ন আসে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমুহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা ও গুণাবলীর বর্ণনা ছিল কিনা? এর উত্তর দানের পূর্বে এ বিষয়ে পূর্বাভাস দেওয়া সমীচীন মনে করছি।

চারটি ইঞ্জিল প্রসঙ্গ

বর্তমান বিশ্বে খৃষ্টানদের চারটি ইঞ্জিল রয়েছে ঃ (১) ইঞ্জিল মাত্তা (২) ইঞ্জিল মারকাস (৩) ইঞ্জিল লুক্বা (৪) ইঞ্জিল ইউহান্না।

৪টি ইঞ্জিলের মধ্যে কোনটিই ৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে সংকলন করা হয়নি। এ বিষয়ে 'এনসাইক্লুপেডিয়া ব্রিটেনিকা' -এর নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি লক্ষ্যণীয়।

It's exact date and exact place of origin are uncertain, but it appears to date from the later years of the 1st century

"সঠিক তারিখ ও স্থান অনির্দিষ্ট তবে বুঝা যায় এর সম্পর্ক প্রথম শতাব্দীর শেষ বছরগুলির সাথে" (৩য় খন্ড ৫১৩ পৃঃ)।

উক্ত পুস্তকে তারপর লিখা হয়েছে ঃ

We have no certain knowledge as to how or where the fourfold gospel canon came to be formed (দ্বিয়াউন্নবী, পৃষ্ঠা-৫০০)

"আমাদের নিকট এ বিষয়ে কোন সঠিক জ্ঞান নেই যে, এ চারটি নির্ভরযোগ্য ইঞ্জিল কিভাবে এবং কোন স্থানে প্রকাশিত হয়েছিল।"

যারা চারটি ইঞ্জিল সংকলন করেছিলেন তারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর সহচর ছিলেন না। সংকলনকারীগণও বলেন নাই যে, কাদের মাধ্যমে তারা ইঞ্জিল পেয়েছেন। চিন্তার বিষয়, ৭০ বছর পর যারা সংকলন করলেন, তারা বললেন না যে, কার মাধ্যমে কিভাবে তারা তা পেয়েছেন ? যদি বলতেন তবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা সম্ভবপর হত। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় এ পুস্তকের উপর কতটুকু নির্ভর করা যায় ? তার উপর আশ্চর্যের ব্যাপার হলঃ হিব্রু ভাষায় প্রথমে যে সংকলনটি বের হয়েছিল তা লাপাত্তা হয়ে যায়। আসল কপি লাপাত্তা না হলে মূল কপির সাথে মিল অমিল খোঁজে বের করা সহজ হত।

হিব্রু ভাষা থেকে ইঞ্জিলকে গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা হয়। গ্রীক ভাষায় অনুদিত পুস্তকের মূল কপি পাওয়া যায় না। ইঞ্জিলের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রীক ভাষায় অনুদিত যে কপি পাওয়া যায়, তা খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অবস্থা দৃষ্টে অনুমান করা যায় যে, ইঞ্জিলগুলিতে উল্লেখযোগ্য বিকৃতি সাধন করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এখনো পরিষ্কার ভাষায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শুভাগমন সম্পর্কে বহু উল্লেখযোগ্য বাণী অবশিষ্ট

রয়েছে।

১. ইঞ্জিল ইউহান্না চতুর্দশ অধ্যায়ের ১৬ ও ১৭ নং শ্লোকে আছে ঃ

"যদি তোমরা আমাকে স্নেহ কর তবে আমার নির্দেশ পালন কর। আমি পিতার কাছে আবেদন করব যে, তিনি যেন তোমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী (মুদদগার) প্রেরণ করেন, যিনি শেষকাল পর্যন্ত তোমাদের পাশে থাকবেন।" বাইবেলে 'মুদদগার' শব্দের টিকায় লিখা আছে- 'ইয়া ওয়াকীলু, ইয়া শাফীয়ু'।

২. ইঞ্জিল ইউহান্না পঞ্চদশ অধ্যায়ের ২৬ ও ২৭ নং শ্লোকে আছে ঃ "যখন সে সাহায্যকারী আসবেন, যাঁকে আমি পিতার নিকট থেকে প্রেরণ করব। অর্থাৎ সত্যের আত্মা যা পিতার নিকট থেকে আসবেন, তিনি আমার সাক্ষ্য দেবেন। আর তোমরাও সাক্ষী থাকো, কেননা তোমরা প্রথম থেকেই আমার সাথে আছ।" এখানেও মুদদগার শব্দের টিকা হিসাবে লিখা আছে- 'ইয়া ওয়াকীলু', 'ইয়া শাফীয়ু'।

৩. ইঞ্জিল ইউহান্নার ১৬নং অধ্যায়ের ৮ ও ৯ নং শ্লোকে আছে ঃ "আমি তোমাদেরকে সত্য বলছি যে, আমার প্রস্থান তোমাদের জন্য মঙ্গলময়, কেননা আমি যদি প্রস্থান না করি তবে সে সাহায্যকারী তোমাদের নিকট আসবেন না। যদি চলে যাই তবে তোমাদের নিকট প্রেরণ করব।"

উল্লেখিত উদ্ধৃতি দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর উম্মতদের কাছে কোন এক আগমনকারীর আগমন বার্তা বারবার ঘোষণা করেছেন। আগমনকারীর যে গুণাবলী তিনি উল্লেখ করেছেন, সে গুণাবলী কেবলমাত্র হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হতে পারে। কেউ যদি শত্রুতামূলক প্রশ্ন করেন যে, ইঞ্জিলের কোন্ স্থানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম আছে তা দেখাও, তবে ঐ ব্যক্তির আশা পূরণ করার জন্য আমি প্রস্তুত আছি বটে, তবে ঐ ব্যক্তিকে অবগত করতে চাই, যে ইঞ্জল হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছিল, তার ভাষা ছিল হিব্রু এবং ঈসা (আঃ) -এর ভাষাও ছিল হিব্রু। এ মূল কপিটির কোন পাত্তাই পাওয়া যায় না। জানা যায় যে, ৭০ খৃষ্টাব্দে তা গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা হয়। গ্রীক ভাষার অনূদিত কপিগুলিও লাপাত্তা হয়ে যায়।

তারপর খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে প্রকাশিত গ্রীক ভাষায় অনূদিত কপিগুলি এখনো মজুদ আছে। গ্রীক ভাষা থেকে ল্যাটিন ভাষায় তা অনুবাদ করা হয়। যে ভাষাটি ছিল রোমানদের জ্ঞান চর্চার ভাষা। ঐ ল্যাটিন কপি থেকে ইঞ্জিল বিবিধ ভাষায় অনুবাদ করা হয়। পর্যায়ক্রমে বারবার ভাষান্তরিত করার মধ্য দিয়ে যে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিকৃতিকরণ হয়েছে, তা আর বলার প্রয়োজন রাখে না। তাই এগুলি থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম উধাও হয়ে গেলে অবাক হওয়ার কিছুই নেই।

অনুসন্ধিৎসু মনের জন্য আনন্দদায়ক একটি তথ্য আছে তা হল, মুসলমানরা যখন ফিলিস্তিন দখল করেন, তখন ফিলিস্তিনীদের ভাষা ছিল হিব্রু। মুসলমান উলামায়ে কেরাম আহলে কিতাব বা খৃষ্টান উলামায়ে কেরামের সঙ্গে পরস্পর সাক্ষাৎ করতেন ও বিবিধ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতেন হিব্রু ভাষায়। ফলে মুসলমান উলামায়ে কেরাম হিব্রু ভাষায় রচিত ইঞ্জিল সম্পর্কে অবগত হয়ে তা আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। মুসলিম মনীষীগণ ইঞ্জিল সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করেন তা ছিল মূল ইঞ্জিলের অনেক নিকটবর্তী। অনুবাদের পর অনুবাদের মাধ্যমে খৃষ্টানরা যে অসুবিধায় পড়েছিলেন, মুসলমানরা সে অসুবিধায় না পড়ে সরাসরি হিব্রু ভাষায় অনেকটা সত্য উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হন। আল্লামা ইবনে হিশাম (মৃত্যু ঃ ২১৩ হিঃ) মুহাম্মদ ইবনে ইছহাক (মৃত্যু ঃ ১৫১ হিঃ) হতে স্বীয় উস্তাদ আবু মুহাম্মদ আল বাকাঈ আল আমিরী (মৃত্যু ঃ ১৮৩ হিঃ) এর বরাত দিয়ে যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, তন্মধ্যে ইঞ্জিল ইউহান্না ১৫ নং অধ্যায়ের ২৬ নং শ্লোকের আরবী অনুবাদ নিম্নরূপ-

فَلَوْ قَدْ جَاءَ الْمُنْحَمَنَّا هٰذَا الَّذِىْ يُرْسِلُهُ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ مِّنْ عِنْدِ
الرَّبِّ رُوْحِ الْقُدُسِ هٰذَا الَّذِىْ مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ خَرَجَ فَهُوَ
شَهِيْدٌ عَلَىَّ وَاَنْتُمْ اَيْضًا لِاَنَّكُمْ قَدِيْمًا كُنْتُمْ مَعِىَ فِىْ هٰذَا
قُلْتُ لَكُمْ لِكَىْ مَا لَا تَشْكُوْا-

ابن ہشام جلد اول ص۲۵۱ مطبع حجازی مصر

"যখন মুনহামান্না আসবেন, যাকে আল্লাহ তায়ালা রাসূলরূপে তোমাদের

নিকট প্রেরণ করবেন। তখন তিনি আমার (রাসূল হওয়ার) সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। আর তোমরাও আমার সত্যতার সাক্ষী, কেননা তোমরা দীর্ঘ দিন থেকে আমার সঙ্গে আছ। এ কথাগুলি এজন্য বললাম, যেন তোমরা আমার উপর সন্দেহ না কর।"

المنحمنّا بالسريانية محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بالرومية البرقليطس

'মুনহামান্না' হিব্রু শব্দ, আরবীতে তার অর্থ 'মুহাম্মদ' রোমান ভাষায় তার অর্থ 'বার কালিতছ'।

'বার কলিতছ' এর শব্দ বিশ্লেষণ রোমান ভাষায় যদি এরূপ হয় Perklytos তবে তার অর্থ হবে প্রশংসিত। আর মুহাম্মদ শব্দের অর্থও তাই। আর শব্দ বিশ্লেষণ যদি Paracletus এরূপ হয়, তবে শব্দ দু'টির উচ্চারণে সামঞ্জস্যতা আছে সত্য, তবে অর্থ ভিন্ন হয়ে যায়। ইঞ্জিল অনুবাদকারীগণ 'বার কালিতছ' শব্দের অনুবাদ করতে গিয়ে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। উর্দু বাইবেলে অনুবাদ করা হয়েছে 'মুদদগার' এবং টিকায় লিখা আছে - ইয়াওয়াকীলু-ইয়াশাফীয়ু। কেউ কেউ এ শব্দের অর্থ করেছেন Consolator অর্থাৎ শান্তিদাতা, কেউ আবার Advocate অর্থাৎ উকিল। আবার কেউ Teacher অর্থাৎ শিক্ষক অর্থ গ্রহণ করেছেন। কে জানে শব্দের এ মারপ্যাচ খৃষ্টান ধর্মগুরুদের অভ্যাসেরই ফল কিনা? যার দ্বারা নিজেরাই বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন।

মহাসত্য প্রকাশিত হল ইঞ্জিল বারনাবাস থেকে

বহু শতাব্দী গোপন অবস্থায় যে ইঞ্জিল পর্দার আড়ালে চলে গিয়েছিল তা বের হয়ে এসেছে, সে ইঞ্জিলকে বলা হয় 'ইঞ্জিল বারনাবাস'। ইঞ্জিল বারনাবাস-এ হযরত ঈসা (আঃ)-এর ২০টি এমন স্পষ্ট বাণী রয়েছে, যেগুলিতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম উল্লেখ করে তাঁর আগমন সংবাদ প্রদান করা হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করার নির্দেশ রয়েছে। ঈমানকে সঞ্জীবিত করে এমন সব বাণী ইঞ্জিল বারনাবাস থেকে বের করার পূর্বে উক্ত বাণী সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা প্রদান করা জরুরী মনে করছি।

বারনাবাস ছিলেন 'কবরস' এর বাসিন্দা। তার নাম ছিল Joses, প্রথমে তিনি ইয়াহুদী ধর্মালম্বী ছিলেন। কিন্তু ঈসায়ী ধর্ম প্রচার ও প্রসারে তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। হাওয়ারীগণ তাঁকে 'বারনাবাস' নামে ডাকতেন। বারন-াবাস শব্দের অর্থ প্রকাশ্যে উপদেশদানকারীর সন্তান। তিনি একজন সফলকাম প্রচারক ছিলেন। মানুষের দৃষ্টি ও অন্তঃকরণকে আকৃষ্ট করতে পারতেন।

ঈসায়ীরা মূলত ত্রিত্ববাদী ছিল না

প্রথম দিকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীরা নিজেদেরকে ইয়াহুদী থেকে আলাদা কোন দল বলে ধারণা করতনা। তাদের স্বতন্ত্র কোন ইবাদত খানাও ছিল না। তবে ইয়াহুদীরা ওদেরে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত। সকলেই ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর এক বিশিষ্ট বান্দাহ্-মানুষ বলে জ্ঞান করত। তখনকার ঈসায়ীরা ইয়াহুদীদের চেয়েও শক্ত তৌহিদবাদী ছিল।

বিশ্বাসে পরিবর্তন

সেন্টপাল-ঈসায়ী ধর্মে দিক্ষীত হবার পর একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। তুরতুসের অধিবাসী সেন্টপাল প্রথমে ইয়াহুদী ছিলেন। তিনি খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করার পরও তার দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসের মূল উৎস ইঞ্জিল অথবা হযরত ঈসা (আঃ) -এর উপদেশাবলী ছিল না। বরং তার ব্যক্তিগত চিন্তা ধারার উপর তিনি নির্ভর করতেন। তিনি দীর্ঘকাল রোমে অবস্থান করেন। ঈসায়ী ধর্মকে অংশীবাদের ভ্রান্ত আকিদা মোতাবিক রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেন। ইব্রাহিমী সুন্নাত ছিল খৎনা করার, তাও তিনি রহিত করেন। ঈসা (আঃ) -এর সহচরগণ তার নীতিমালা গ্রহণ করেন নাই। বারনাবাস সেন্টপাল থেকে আলাদা হয়ে যান। সেন্টপাল সমকালীন সরকারেরও সাহায্য লাভ করেন এবং জনসাধারণ যারা পূর্বে শিরকের মধ্যে লিপ্ত ছিল তারাও ওদের পক্ষ থেকে সাহায্য লাভ করে। ফলে বারনাবাস ও তার অনুসারীগণ দুর্বল হয়ে পড়েন। যদিও খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত যথেষ্ট লোক বারনাবাসের আকিদা মোতাবেক আল্লাহ তায়ালাকে কারো পিতা জ্ঞান করত না। বরং আল্লাহকে সর্বশক্তিমান জ্ঞান করে তাঁর ইবাদত করত।

বিশপ পাল ও লুসিয়ান

এ সময় আন্তাকিয়ার বিশপ পালের আকিদা ছিল যে, হযরত ঈসা (আঃ)

খোদাও নন, খোদার পুত্রও নন বরং তার বান্দাহ্ ও রাসূল। আন্তাকিয়ার অন্য একজন বিশ্প যার নাম ছিল Lucian, তিনি খোদাভীতি ও জ্ঞান গরিমায় প্রখ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনিও ত্রিত্ববাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বিকৃত ইঞ্জিলে ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে যে কথাগুলি ছিল তা ইঞ্জিল হতে বের করে দেন। তাঁর ধারণা ছিল এগুলো পরে সংযোজন করা হয়েছে। তিনি ৩১২ খৃষ্টাব্দে শাহাদাত বরণ করেন।

এরিয়াস (Arius)

Locian এর প্রিয় শিষ্য Arius অতঃপর একত্ববাদের পতাকা উত্তোলন করেন। তাকে ধর্মশালার দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়, আবার পদচ্যুতও করা হয়। কিন্তু তিনি শক্তভাবে তার মিশন চালিয়ে যান। ফলে দলে দলে লোক তার অনুসরণ করে। Arius শির্কী আকিদাগুলির বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং মানুষ দলে দলে তার দৃষ্ঠিভঙ্গী গ্রহণ করতে থাকে।

ইউরোপের ইতিহাস পরিবর্তন

ইতিমধ্যে এমন দুটি আশ্চর্য জনক ঘটনা সংগঠিত হল, যার ফলে ইউরোপের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হল। বাদশাহ কস্তনতিন ইউরোপের অধিকাংশ স্থানের উপর কর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন। তিনি ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ না করেও ঈসায়ী ধর্মের সাহায্য করতে লাগলেন। কিন্তু খৃষ্ট ধর্মের বিবিধ দলের পরস্পর কলহ তাকে বিব্রত করে তুলল। শাহী হেরেমেও তার প্রভাব পড়ল। সম্রাটের বোন ছিলেন আমাদের আলোচিত Arius এর ভক্ত, যে Arius সঠিক তৌহিদের বাণী প্রচার করেছিলেন। অন্যদিকে রাণীমাতা ছিলেন সেন্টপালের আকিদায় বিশ্বাসী। সম্রাটের উদ্দেশ্য ছিল দেশে নিরাপত্তা বিধান করা এবং সমস্ত মানুষকে একটি কলিসার অন্তর্ভূক্ত করা। Arius ও বিশ্প আলেকজান্ডারের দ্বন্দ্ব ক্রমে ভয়াবহ রূপ ধারণ করছিল। সম্রাট ৩২৫ খৃষ্টাব্দে দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য 'নিকিয়া' নামক স্থানে একটি সভা আহ্বান করলেন। দীর্ঘদিন একাধারে বৈঠক চলল। কিন্তু কোন সমাধানে পৌঁছা গেল না। শেষ পর্যন্ত Arius কে সম্রাট নির্বাসন দিলেন। Arius -এর নির্বাসনের পর একত্ববাদের স্থানে ত্রিত্ববাদ ঈসায়ী ধর্মের রূপ গ্রহণ করল। কলিসার

অনুমোদিত ইঞ্জিল ছাড়া অন্য কোন ইঞ্জিল রাখা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। অন্যান্য ইঞ্জিলগুলি আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হল। বিবিধ ধরণের ২৭০ খানা ইঞ্জিল পুড়িয়ে ফেলা হয়। শাহজাদী কস্তনতিন এসব আচরণে মনক্ষুণ্ণ হলেন। তার প্রচেষ্টায় ৩৪৬ খৃষ্টাব্দে Arius কে ফিরিয়ে আনা হল। তিনি বিজয়ীর বেশে রাজধানীতে প্রবেশ করার সময় মৃত্যুবরণ করলেন। বাদশাহ মনে করলেন Arius কে হত্যা করা হয়েছে। আর এই সন্দেহে সিকন্দরিয়ার একজন বিশ্প ও অন্য আরও ২জন বিশ্পকে নির্বাসন দন্ড দিলেন এবং সম্রাট নিজে Arius -এর একজন বিখ্যাত শিষ্য বিশ্পের হাতে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। ফলে ঈসায়ী ধর্ম রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করল।

৩৫৯ খৃষ্টাব্দে Sent Jerome লিখেন যে Arius এর মতবাদ সমস্ত দেশবাসী গ্রহণ করেছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস সাল্লাম-এর সমসাময়িক পোপ Honorious -এর বিশ্বাস ছিল Arius এর অনুরূপ। তিনি ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

আবার উঠল ত্রিত্ববাদের ঢেউ

৬৮০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ত্রিত্ববাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। কস্তন্তনিয়ায় আবার বৈঠক হল। উক্ত বৈঠকে - Honorious এর মতবাদ পরিত্যক্ত ও বর্জন যোগ্য বলে ঘোষণা করা হল।

যদিও বর্তমানে বিশ্বের খৃষ্টানরা ত্রিত্ববাদকে একটি মূল বুনিয়াদী বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছেন; তথাপি এমন অনেক লোক আছেন যারা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করেন, অথচ তা প্রকাশ্যে বর্ণনা করেন না।

প্রসঙ্গ ঃ বারনাবাসের ইঞ্জিল

আমাদের পূর্ব আলোচিত বারনাবাসের ইঞ্জিল ৩২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য কিতাব হিসাবে স্বীকৃত ছিল। Iranaeus যখন সেন্টপালের অংশীবাদী মতবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন, তখন তিনি ইঞ্জিল বারনাবাস থেকে বহু উদ্ধৃতি পেশ করেন। তার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইঞ্জিল বারনাবাসকে ২য় শতাব্দী পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য বিবেচনা করা হত।

প্রকাশ থাকে যে, ৩২৫ খৃষ্টাব্দে 'নিকিয়া' নামক স্থানে যে কনফারেন্স হয়, সে কনফারেন্সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, হিব্রু ভাষায় রচিত ইঞ্জিলগুলি বিনষ্ট করে দেয়া হবে। যার নিকট এ কিতাবটি পাওয়া যাবে তাকে হত্যা করা হবে।

সত্য ইঞ্জিল আশ্চর্যজনকভাবে সংরক্ষিত হল

৩৮৩ খৃষ্টাব্দে পোপ ইঞ্জিল বারনাবাসের একটি কপি স্বীয় প্রাইভেট লাইব্রেরীতে সংরক্ষণ করে রাখলেন। এ দিকে জীনু সম্রাটের রাজত্বের ৪র্থ সনে বারনাবাসের কবর খনন করা হলে বারনাবাসের নিজ হাতে লিখিত একখানা ইঞ্জিল তার বুকের উপর অক্ষত অবস্থায় পাওা গেল। এদিকে পোট Siritus -এর বন্ধু ছিলেন, যার নাম ছিল Framarino। তিনি পোপের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে সে কপি পেলেন। এ কপিটি ফ্রাকো-এর নিকট ছিল। ফ্রাকো এ কপিটির প্রতি খুবই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কেননা তিনি Iranius-এর লেখনির মধ্যে ইঞ্জিল বারনাবাসের বহু উদ্ধৃতি দেখেছিলেন। ইটালি ভাষায় ভাষান্তরিত এ পাভুলিপি হাত বদল হয়ে শেষ পর্যন্ত Amsterdam-এর এক সুখ্যাত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে।

সেখান থেকে পুরেশিয়া -এর সম্রাটের উপদেষ্টা , জে এফ, ক্রিমার-এর হাতে আসে। তার নিকট থেকে জ্ঞান পিপাসু সেবওয়েহ'-এর শাহজাদা Eugene ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে তা লাভ করেন। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে শাহজাদার সম্পূর্ণ লাইব্রেরী ভিয়েনায় স্থানান্তরিত করা হলে সাথে এ কপিটিও স্থানান্তরিত করা হয়। এখনো কপিটি সংরক্ষিত আছে।

Miscellan Eousworks তাঁর রচিত Toland পুস্তকের ১ম অধ্যায়ের ৩৮০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, বারনাবাসের হস্তলিখিত পাভুলিপি এখনো সংরক্ষিত আছে। Toland-এর পুস্তকটি তার মৃত্যুর পর ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করা হয়েছিল। উক্ত পুস্তকের পঞ্চদশ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৪৯৬ খৃষ্টাব্দে এক নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে যে সকল পুস্তক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়, এর মধ্যে ইঞ্জিল বারনাবাস একটি। তারপূর্বে ৪৬৫ খৃষ্টাব্দে Pope Invecent অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন। ৩৮২ খৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্য

কলিসা সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, Mr ও Mrs Ragg ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত একটি কপি থেকে ইংরেজী অনুবাদ করেন। 'অক্সফোর্ডের ক্লিরাণ্ডন' প্রেস পুস্তকটি ছাপা করে, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস তা প্রকাশ করে। পুস্তকটির ইংরেজী সংস্করণ বের হওয়ার পর সমুদয় কপি বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়। মাত্র দুটি কপি সংরক্ষিত থাকে। একটি বৃটিশ মিউজিয়ামে, অপরটি ওয়াশিংটন কংগ্রেস লাইব্রেরীতে। ওয়াশিংটন কংগ্রেস লাইব্রেরী থেকে মাইক্রোফিল্মের মাধ্যমে সংগ্রহ করা ইংরেজী অনুবাদ কপি থেকে এখানে উদ্ধৃতি পেশ করা হল।

সত্য প্রকাশে ইঞ্জিল বারনাবাস

বারনাবাস সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করলাম এজন্য যে, কোন কোন খৃষ্টান মহলে এমন একটি অপবাদ রটনা করা হয়েছে যে, ইঞ্জিল বারনাবাসের রচয়িতা এমন কোন ব্যক্তি হবেন, যিনি খৃষ্টান ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়ে ইঞ্জিল রচনা করেছেন। এ ভ্রান্ত অপবাদ খন্ডনের জন্য বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের কয়েকশত বছর পূর্বে কলিসায় পুস্তকটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল এবং কিতাবখানা যে রাখবে তাকে হত্যাযোগ্য অপরাধী বিবেচনা করা হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন সম্পর্কে বহু শুভ সংবাদ ছিল পুস্তখখানায়। ত্রিত্ববাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বাণী ছিল। তৌহিদের পক্ষে বিবিধ দলিল ছিল। ঈসা (আঃ)-এর উক্তি ছিল, তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, তিনি খোদাও নন, খোদার ছেলেও নন বরং খোদার বান্দাহ্ ও রাসূল।

বারনাবাস স্বীয় রাসূলের শিক্ষা সমূহ হ্রাস বৃদ্ধি না করেই বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে হযরত ঈসা (আঃ) একবার নয় বারবার যে সকল সুসংবাদ প্রদান করেছেন এর সবই ইহার মধ্যে উল্লেখিত একটি অলৌকিক বিষয়। এ সকল সুসংবাদের মধ্য হতে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল। পাঠকবর্গ তা পাঠ করুন এবং

ঈমানকে সঞ্জীবিত করুন।

ইঞ্জিল বরনাবাসের ১৭ অধ্যায়ে আছে-

> "BUT AFTER ME SHALL COME THE SPLENDOUR OF ALL THE PROPHETS AND HOLY ONES, AND SHALL SHED LIGHT UPON THE DARKNESS OF ALL THAT THE PROPHETS HAVE SAID BECAUSE HE IS THE MESSENGER OF GOD"

"কিন্তু আমার পর সকল নবী ও পবিত্র আত্মার জন্য আলোক প্রদানকারী আসবেন এবং পূর্ববর্তী নবীগণ যে কথাগুলি বলেছেন তার উপর আলোচনা করবেন, কেননা তিনি আল্লাহর রাসূল।"

ইঞ্জিল বারনাবাস ৪২ অধ্যায়ে আছে-

> FOR I AM NOT WORTHY TO UNLOOSE THE TIES OF THE HOSEN OR THE LATCHETS OF THE SHOES OF THE MESSENGER OF GOD WHOM YE CALL "MESSIAH" WHO WAS MADE BEFORE ME, AND SHALL COME AFTER ME, AND SHALL BRING THE WORDS OF TRUTH, SO THAT HIS FAITH SHALL HAVE NO END.

"যে ব্যক্তির আগমন সম্পর্কে তোমরা আলোচনা করছ, আমি তো সে আল্লাহর রাসূলের জুতার ফিতা খুলে দেবার যোগ্য নই। যাঁকে তোমরা মসীহ বলে থাকো তাঁর সৃষ্টি আমার পূর্বে হয়েছে এবং আগমন করবেন আমার পরে। তিনি সত্যের বাণী নিয়ে আসবেন, তাঁর দ্বীনের কোন সীমানা নেই।"

> "I AM INDEED SENT TO THE HOUSE OF ISRAEL AS A PROPHET OF SALVATION, BUT AFTER ME SHALL COME THE MESSIAH SENT OF GOD TO ALL THE WORLD, FOR WHOM GOD HATH MADE THE WORLD AND THEN THROUGH ALL THE WORLD WILL GOD BE WORSHIPPED, AND MERCY RECEIVED."

"হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ নিঃসন্দেহে আমাকে শুধু নবী হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে বনী ইসরাইলের পরিবারের মুক্তির উদ্দেশ্যে। আমার পর মসীহ আসবেন। যাঁকে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত পৃথিবীর জন্য আবির্ভূত করবেন। তাঁরই জন্য আল্লাহ তায়ালা সমস্ত আলমকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় সমস্ত পৃথিবীতে আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত করা হবে। আল্লাহর রহমত লাভ করবে।" (ইঞ্জিল বারনাবাস, অধ্যায় ৮২)

তারপর উল্লেখ করা হয়েছে যে, লোকেরা আপনাকে আল্লাহ ও আল্লাহর ছেলে বলে আখ্যায়িত করায় আপনি বিচলিত। রোমের গভর্ণর আপনার নিকট উপস্থিত হয়ে বলেছেন যে, আমরা রোম সম্রাটের নিকট হতে এমন একটি ফরমান জারী করব, যে ফরমানে আপনার সম্পর্কে এমন উক্তি করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে। তদুত্তরে তিনি বলেন, তোমাদের এসব কথা দ্বারা আমি সন্তুষ্ট নই।

> "BUT MY CONSOLATION IS IN THE COMING OF MESSENGER-WHO SHALL DESTROY EVERY FALSE OPINION OF ME, AND HIS FAITH SHALL SPREAD AND SHALL TAKE HOLD OF THE WHOLE WORLD, FOR SO HATH GOD PROMISED TO ABRAHAM OUR FATHER."

"আমার শান্তিতো সে রাসূলের শুভাগমনের মধ্যেই। যিনি আমার সম্পর্কে প্রচারিত সব বাতিল উক্তিগুলি খন্ডন করবেন। তাঁর দ্বীন বিস্তৃতি লাভ করবে

এবং সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহ তায়ালা আমার পিতা ইব্রাহীমের সাথেও অনুরূপ ওয়াদা করেছেন।"

এরপর প্রশ্ন করা হলঃ এ রাসূলের পর আর কোন নবী আসবেন কি ? উত্তরে বললেন-

"THERE SHALL NOT COME AFTER HIM TRUE PROPHETS SENT BY GOD, BUT THERE SHALL COME A GREAT NUMBER OF FALSE PROPHETS, WHERE AT I SORROW-FOR SATAN SHALL RAISE THEM UP."

"তাঁরপর আল্লাহ কতৃক প্রেরিত কোন সত্য নবী আর আসবেন না। তবে বহু মিথ্যা নবী আসবে, যাদের শয়তান দাঁড় করাবে"

তারপর প্রশ্ন করা হল ঃ মসীহার নাম কি হবে ? কোন্ লক্ষণ দ্বারা তাঁর আগমন সম্পর্কে অবগত হতে পারব ? তদুত্তরে তিনি বলেন -

"THE NAME OF THE MESSIAH IS ADMIRABLE, FOR GOD HIMSELF GAVE HIM THE NAME WHEN HAD CREATED HIS SOUL, AND PLACED IT IN CELESETIAL SPLENDOUR. GOD SAID: "WAIT MOHAMMED FOR THY SAKE I WILL TO CREATE PARADISE, THE WORLD, AND A GREAT MULTITUDE OF CREATURES."

...I SHALL SEND THEE INTO THE WORLD I SHALL SEND THEE AS MY MESSENGER OF SALVATION AND THY WORD SHALL BE TRUE, IN SO MUCH THAT HEAVEN AND EARTH SHALL FAIL, BUT THY FAITH SHALL NEVER FAIL."

"MUHAMMAD IS HIS BLESSED NAME"-

"মসীহার নাম প্রশংসাযোগ্য। আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁর আত্মাকে সৃষ্টি করলেন এবং আকাশের আলোকের মধ্যে রাখলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর নাম রাখলেন। আল্লাহ বললেন ঃ মুহাম্মদ! অপেক্ষা কর। আমি তোমার জন্য জান্নাত সৃষ্টি করেছি। অগণিত মখলুকাত সৃষ্টি করেছি। আমি যখন তোমাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করব, তখন মুক্তিদাতা রাসূল হিসাবে সৃষ্টি করব। আকাশ ও পৃথিবী ধ্বংস হতে পারে কিন্তু তোমার দ্বীন কখনো ধ্বংস হবে না। তাঁর সম্মানিত নাম মুহাম্মদ।"

এরপর শ্রোতামন্ডলী এই বক্তব্য শুনে ফরিয়াদ করলেন-

"O GOD SEND US THY MESSENGER-O MOHAMMED. COME QUICKLY FOR THE SALVATION OF THE WORLD"-

"হে খোদা! আপনার রাসূলকে আমাদের কাছে প্রেরণ করুন, হে আল্লাহর রাসূল! দুনিয়ার মুক্তির উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি তশরীফ নিয়ে আসুন।" (ইঞ্জিল বারনাবাস ঃ অধ্যায় ৯৭)

হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর হাওয়ারীকে শেষ অবস্থা সম্পর্কে এভাবে অবগত করেন ঃ

"আমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হবে সামান্য অর্থের বিনিময়ে। আমার এক হাওয়ারী আমাকে বন্দী করবে। কিন্তু ওরা আমাকে ফাঁসি দিতে পারবে না। আল্লাহ আমাকে জমীন থেকে উঠিয়ে নেবেন। যে আমার বিরুদ্ধে প্রবঞ্চনা করবে তাকে আমার পরিবর্তে শুলীবিদ্ধ করা হবে।"

I SHALL ABIDE IN THAT DISHONOUR FOR A LONG TIME IN THE WORLD, BUT WHEN MOHAMMED SHALL COME, THE SACRED MESSENGER OF GOD, THAT INFAMI SHALL BE TAKEN AWAY-AND THIS SHALL GOD DO, BECAUSE I HAVE CONFESSED THE TRUTH OF THE MESSIAH, WHO SHALL GIVE ME THIS REWARD, THAT I SHALL BE KNOWN TO BE ALIVE AND TO BE A STRANGER TO THAT DEATH OF INFAMI.

"দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানুষ আমার দুর্নাম রটনা করবে। কিন্তু যখন আল্লাহর পবিত্র রাসূল মুহাম্মদ (সা.) আসবেন, আমার সে দুর্নাম রটনা শেষ হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তাই করবেন। কেননা আমি মসীহার সত্যবাদীতার স্বীকৃতি দান করি। আমি যে জীবিত তা লোকে জানতে পারবে এবং তারা জানতে পারবে যে, এ লাঞ্ছনাময় মৃত্যুর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।" (ইঞ্জিল বারনাবাস, অধ্যায় ১১২)

ঈসা (আঃ) বিভিন্ন স্থানে পরিষ্কারভাবে বলেছেন তিনি যে সম্মানিত নবীর শুভ সংবাদ দান করলেন, তিনি ইসমাঈল (আঃ) এর বংশেই আসবেন।

এখন একটি প্রশ্ন দাঁড়ায়, যাঁর সম্পর্কে ঈসা (আঃ) এসব সুসংবাদ প্রদান করেছেন তিনি কি 'গোলাম আহমদ' নামক কোন ব্যক্তি ? এ বিষয়ে এতটুকু চিন্তা করাই যথেষ্ট যে, যে ব্যক্তির নাম আব্দুল্লাহ বা আল্লাহর গোলাম। তাঁর নাম থেকে যদি 'আবদ' অর্থাৎ গোলাম শব্দ বাদ দিয়ে তাকে 'আল্লাহ' নামে আখ্যায়িত করা যায় না, তবে 'গোলাম আহমদের' গোলাম বাদ দিয়ে ঐ ব্যক্তিকেও আহমদ নামে আখ্যায়িত করা যাবে না। কারণ তার নামের অর্থ হল 'আহমদের গোলাম'। আহমদের গোলাম কি 'আহমদ' হতে পারে ?

সত্য প্রকাশে ইয়ামন অধিপতি

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, ইয়ামনের উপর হাবশীরা কর্তৃত্ব লাভ করে। তারপর আল্লাহ তায়ালার মেহেরবাণীতে "সায়ফ বিন জি ইয়াযান" ইয়ামনের উপর কর্তৃত্ব লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শুভ জন্মের দু'বছর পরে এ ঘটনা সংঘটিত হয়। সায়ফ ইবনে জি ইয়াযান হাবশীদের বিরুদ্ধে সফলতা লাভ করার পর তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার উদ্দেশ্যে আরবের বিভিন্ন গোত্রের সর্দারগণ ও কবিগণ তাঁর নিকট উপস্থিত হন। মক্কা থেকে কুরাইশ বংশের একটি প্রতিনিধি দলও সেখানে যান। প্রতিনিধিগণের মধ্যে আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম, উমাইয়া বিন আবদে শামস, আব্দুল্লাহ বিন জাদআন প্রমুখ কুরাইশ নেতৃবর্গ ছিলেন। প্রতিনিধি দল সানআয় উপস্থিত হয়ে জানতে পারলেন, বাদশাহ সায়ফ 'গোমদান' নামক প্রাসাদে অবস্থান করছেন। সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তাদের অনুমতি দেওয়া হল। তারা বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে ডান দিকে বাম দিকে বিভিন্ন

দেশের বাদশাহ, শাহজাদা ও প্রতিনিধিগণকে দেখলেন। আব্দুল মুত্তালিব বাদশাহর নিকটে পৌঁছে আলাপ করার অনুমতি চাইলে সায়ফ বললেন, যদি বাদশাহর শাহী দরবারে কথা বলার যোগ্যতা তোমাদের থাকে, তবে আমি কথা বলার অনুমতি প্রদান করছি।

আব্দুল মুত্তালিব বললেন ঃ হে বাদশাহ! আল্লাহ আপনাকে অতি সম্মানের আসনে সমাসীন করেছেন। আপনি উন্নত বংশমর্যাদায় ভূষিত। আপনি সমস্ত আরববাসীর সর্দার। আরব বিশ্বের জন্য আপনি এমন এক সুবসন্ত, যার ফলে সমস্ত আরব শষ্য শ্যামল। আপনার ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ আমাদের জন্য উত্তম ছিলেন। আর আপনি তাদের উত্তম উত্তরসূরী। আপনার মত উত্তরসূরী কখনো ধ্বংস হতে পারে না। আপনার পিতৃপুরুষের মত যাদের পিতৃপুরুষ আছে, তারা কখনো ধ্বংস হতে পারে না।

হে বাদশাহ! আমরা আল্লাহ তায়ালার হেরেমের অধিবাসী এবং তাঁরই ঘরের সেবক। আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে এসেছি।

সায়েফ বললেন ঃ আপনার পরিচয় কি ?

আব্দুল মুত্তালিব বললেন ঃ আমি আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদে মনাফ।

বাদশাহ বললেন ঃ তাহলে আপনি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। আব্দুল মুত্তালিব বললেন, নিশ্চয়।

বাদশাহ বললেন ঃ

مَرْحَبًا وَّاَهْلًا وَّنَاقَةً وَّرِحْلًا وَمُسْتَنَاخًا سَهْلًا وَّمَلِكًا رِبَحْلًا

“মারহাবা! আগমন শুভ হউক। তোমাদের জন্য এখানে রয়েছে উট, কাজাওয়া, তাবু ফেলার প্রশস্ত প্রান্তর আর শান-শওকতের মালিক বাদশাহ। যার বদান্যতার কোন সীমা নেই।”

তারপর বাদশাহ বললেন ঃ আপনাদের কথা-বার্তা আমি শুনলাম, আপনারা যে আমার নিকটাত্মীয় তাও বুঝতে পারলাম। যতদিন এখানে অবস্থান করতে চান সব রকমের সম্মান প্রদর্শন করা হবে। যখন সফর শেষ করে চলে যেতে

চান তখন উপযুক্ত উপঢৌকনও প্রদান করা হবে। এখন আপনারা অতিথিশালায় চলে যান। সেখানে সব রকমের আপ্যায়ন করা হবে। ইতিমধ্যে একমাস তারা সেখানে অবস্থান করলেন। বাদশাহ তাদেরকে সাক্ষাতেরও সুযোগ দান করেননি এবং চলে আসারও অনুমতি দেননি। হঠাৎ একদিন বাদশাহ আব্দুল মুত্তালিবকে একাকী আহ্বান করলেন এবং বিশেষ স্থানে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। সেখানে বাদশাহ তাঁকে বললেনঃ হে আব্দুল মুত্তালিব! আমার নিকট একটি কিতাব রয়েছে, যে কিতাবটি আমি শুধু আমার জন্য গোপন করে রেখেছি। অন্য কাউকে এ কিতাব সম্পর্কে অবগত করিনি। কিতাব খানায় আপনার বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

আব্দুল মুত্তালিব বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যেন সুখে রাখেন এবং উত্তম কর্ম করার তৌফিক দান করেন। যে বিষয়টি আপনি বলতে চেয়েছেন তা কি ?

বাদশাহ বললেন ঃ তা হলো মক্কায় এক ছেলে জন্মগ্রহণ করবে, যার স্কন্ধদেশের মধ্যস্থলে একটি চিহ্ন থাকবে। তিনি সমস্ত আরবের সর্দার হবেন। তাঁরই মাধ্যমে আপনারা সমস্ত আরবের নেতৃত্ব লাভ করবেন কিয়ামত পর্যন্ত।

আব্দুল মুত্তালিব বললেন ঃ যদি আপনি অনুমতি প্রদান করেন, তবে আমি নিবেদন করব যেন আপনি এ সুসংবাদের বিস্তারিত বিবরণ দেন, যাতে আমার আনন্দ বৃদ্ধি পায়।

বাদশাহ বললেন ঃ এ ছেলের জন্মের সময় সমাগত। অথবা তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর সম্মানীত নাম মুহাম্মদ। উভয় কাঁধের মধ্যস্থলে বিশেষ চিহ্ন রয়েছে। পিতা-মাতা মৃত্যুবরণ করবেন এবং পিতামহ ও পিতৃব্য লালন পালনের ভার গ্রহণ করবেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করবেন এবং শয়তানকে কুণ্ঠিত করবেন। আগুন নিভিয়ে ফেলবেন। দেবতাদেরকে ধ্বংস করবেন। তাঁর বাণী হবে অনঢ়। তাঁর নির্দেশগুলি হবে ন্যায় ভিত্তিক।

আব্দুল মুত্তালিব বললেন ঃ আপনার প্রতিবেশী যেন সর্বদা সম্মানীত থাকে। আপনি সর্বদা ভাগ্যবান থাকুন। আপনি যেন দীর্ঘায়ূ লাভ করেন। আপনার রাজ্য যেন সর্বদা টিকে থাকে। (অতঃপর আব্দুল মুত্তালিব বললেন) আপনি কি কষ্ট করে বিষয়টি আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

বাদশাহ বললেন ঃ ঐ গিলাফ পরিবেষ্টিত ঘরের শপথ! হে আব্দুল মুত্তালিব! তুমি ঐ ব্যক্তির পিতামহ, তুমি যে ঐ ব্যক্তির দাদা এ বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহ নেই। আব্দুল মুত্তালিব সম্ভ্রমে মাথা নত করলেন।

বাদশাহ বললেন ঃ আপনি মস্তক উত্তোলন করুন। আপনার বক্ষদেশ শান্তনা লাভ করুক। আপনি কি হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে বিষয়টি আপনার সামনে আলোচনা করলাম ?

আব্দুল মুত্তালিব বললেন ঃ হে বাদশাহ ! নিঃসন্দেহে আমার এক ছেলে ছিল। তাকে আমি যারপর নাই ভালবাসতাম। আমি এক সৎচরিত্রবান মেয়ের সাথে তাকে সাদী দিয়েছিলাম। যার নাম ছিল আমিনা। তিনি ওয়াহাবের মেয়ে ছিলেন। আমার ছেলের ঘরে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল, যাঁর নাম রাখলাম 'মুহাম্মদ'। তাঁর পিতা-মাতা মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি ও তাঁর চাচা তাঁকে প্রতিপালন করে থাকি। তাঁর উভয় স্কন্ধের মধ্যখানে একটি চিহ্ন বিদ্যমান আছে। তা ছাড়া আপনি যা উল্লেখ করলেন সবই তাঁর মধ্যে আছে।

বাদশাহ বললেন ঃ আপনি এ ছেলেটির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন, আর ইয়াহুদী থেকে সাবধান থাকবেন। কেননা তারা তাঁর দুশমন। আল্লাহ তায়ালা তাদের উনার উপর জয়ী হতে দেবেননা। আমার কথাগুলি আপনার সঙ্গীদের নিকট বর্ণনা করবেন না, কেননা তারা হিংসায় লিপ্ত হতে পারে। আমি যদি জানতাম যে তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে নশ্বর জগত ত্যাগ করে চলে যাব না। তবে আমার ঘোড়সওয়ার বাহিনী ও পদাতিক বাহিনীকে নিয়ে এদেশ ত্যাগ করে চলে যেতাম এবং ইয়াসরিবে রাজধানী স্থাপন করতাম। কেননা আমার কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর দ্বীন ইয়াসরিবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তিনি সেখানে সমাহিত হবেন। সেখানকার লোকেরা হবে তাঁর সাহায্যকারী।

তারপর বাদশাহ সায়ফ ইবনে জি ইয়াযান কুরাইশদের অন্যান্য প্রতিনিধিদেরকে দরবারে ডাকলেন। প্রত্যেককে একশত উট, দশজন দাস, দশজনদাসী, দশ রতল রৌপ্য, দশ রতল স্বর্ণ এবং আম্বর পরিপূর্ণ একটি পাত্র দিলেন। আব্দুল মুত্তালিবকে দশগুণ বেশী দান করলেন। তিনি আরও বললেন, আপনারা আগামী বছর আসবেন এবং সে সৌভাগ্যবান শিশুর সংবাদ দিবেন। কিন্তু এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই বাদশাহ "সায়ফ বিন জি

ইয়াযান” ইন্তেকাল করলেন।

অতঃপর আব্দুর মুত্তালিব মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলেন, সঙ্গীগণকে বললেন, হে কুরাইশ দল! বাদশাহ আমাকে দশগুণ বেশী উপঢৌকন দান করেছেন। তোমরা হিংসা করনা, কারণ এ সকল বস্তু শেষ হয়ে যায় বরং যদি হিংসা করতে হয় তবে এমন বিষয়ের উপর কর যা সর্বদা বিদ্যমান থাকবে। তারা জিজ্ঞেস করল সে বিষয়টি কি ? আব্দুল মুত্তালিব বললেন তা পরে ঘোষণা করব।

এ ঘটনা দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইয়ামেনের বাদশাহ সায়ফ ইবনে জি ইয়াযান হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আবির্ভাব সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন।

রোম অধিপতির সত্য ঘোষণা

হিরাক্লিয়াস ছিলেন রোমের সম্রাট। ইরান সম্রাট খসরু পারভেজ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে রাজ্যের বহু স্থান ছিনিয়ে নিয়ে যান। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা রোম -এর শুরুতে সুসংবাদ দেন যে, কিছু কালের মধ্যে রোমানরা জয়লাভ করবে। কালামে পাকের শুভ সংবাদ মোতাবিক তা-ই হয়েছিল।

হিরাক্লিয়াস বিভিন্ন যুদ্ধে সফলতা লাভ করেন এবং হারানো রাজ্য ফিরে পান। ইহা ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সফলতা। ইরানীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে হিরাক্লিয়াস ইলিয়া (বায়তুল মাকদিস) আসেন। ইরানীরা যে শুলী বা ক্রুশ ইলিয়া হতে ছিনিয়ে নিয়েছিল তা পুনরুদ্ধার করেন। সেখানে অবস্থান কালে তিনি একদিন ভোরে খুবই বিষণ্ন চেহারা নিয়ে ঘুম থেকে জাগেন। জনৈক পাদ্রী বললেন, আপনার শারীরিক অবস্থা কি ভাল নয় ? হিরাক্লিয়াস বললেন, আমি আজ রাতে দেখেছি সে ‘তারকা’ উদিত হয়েছে, যে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ঐ কওমের বাদশাহ আবির্ভূত হয়েছেন, যাদের পরিচিতি হল - তারা খৎনা দিয়ে থাকেন।

এদিকে ঐ সময় গাস্‌সান অধিপতির দূত হিরাক্লিয়াসের নিকট পৌঁছে সংবাদ দিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর একজন সাহাবী একখানা পত্র নিয়ে এসেছেন। হিরাক্লিয়াস বললেন, তাকে নিয়ে নিরীক্ষণ কর-

খৎনা করা আছে কিনা? নিরীক্ষণকারীরা বলল, ঐ ব্যক্তির খৎনা করা আছে। তখন হিরাক্লিয়াস বললেন, নিশ্চয় ঐ জাতির বাদশাহ আবির্ভূত হয়েছেন। তবে হিরাক্লিয়াস এতদ্বিষয়ে বিশদভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এমন একজন বিজ্ঞ আলিমকে আহ্বান করলেন যিনি তার মত জ্ঞানী ছিলেন। হিরাক্লিয়াস সেখান থেকে যাত্রা করে হিম্‌সে পৌঁছলেন। হিমসে পৌঁছে ঐ আলিমের পত্রের অপেক্ষা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে পত্র এসে পৌঁছল। এই মর্মে পত্র আসল যে ইনি সঠিক নবী। (ফতহুল বারী ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৮২-৮৫)

ঘটনাক্রমে ঐ সময়ে মক্কা থেকে একটি কাফেলা সেখানে এসে উপস্থিত হল। হিরাক্লিয়াস তাদের দরবারে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ আছে কি, যে ঐ ব্যক্তির নিকটাত্মীয় যিনি দাবী করেন যে, তিনি নবী। আবু সুফিয়ান এগিয়ে গেলেন, বাদশাহ্ তাকে সামনে বসিয়ে তার সঙ্গীদেরকে পিছনে দাড় করিয়ে রাখলেন এবং বললেন, আবু সুফিয়ান যদি মিথ্যা বলেন তবে তোমরা ইঙ্গিতে বলবে।

সম্রাট প্রশ্ন করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশমর্যাদা কেমন

জবাব ঃ বংশের দিক থেকে তিনি সর্বোত্তম

প্রশ্ন ঃ তোমাদের মধ্যে ইতি পূর্বে কি কেউ নবুওয়তের দাবী করেছেন

জবাব ঃ না

প্রশ্ন ঃ ঐ ব্যক্তির পূর্ব পুরুষের মধ্যে কোন বাদশাহ ছিলেন কি না

জবাব ঃ না

প্রশ্ন ঃ রঈছ গণ তাঁর অনুস্মরণ করেনা দুর্বলরা -

জবাব ঃ দুর্বলরা

প্রশ্ন ঃ তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে না হ্রাস পাচ্ছে

জবাব ঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে

প্রশ্ন ঃ ঐ ব্যক্তির ধর্মের প্রতি বিরক্ত হয়ে কেউ কি মুরতাদ হয়েছে

জবাব ঃ না

প্রশ্ন ঃ তিনি এ দাবী করার পূর্বে কি তোমরা কখনও ঐ ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছ

জবাব ঃ না

প্রশ্ন ঃ তিনি কি কোন সময় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন

জবাব ঃ না; তবে এখন তাঁর সাথে আমাদের চুক্তি হয়েছে জানিনা ঠিক রাখবেন কি না?

প্রশ্ন ঃ তোমাদের সঙ্গে তাঁর কোন যুদ্ধ হয়েছে।

জবাব ঃ হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ যুদ্ধের ফলাফল কি

জবাব ঃ কখনও আমরা জয়ী হয়েছি কখনও তিনি।

প্রশ্ন ঃ তিনি কি নির্দেশ দেন।

জবাব ঃ তিনি বলেন এক আল্লাহর এবাদত কর। অন্য কাহাকেও শরীক করনা। নামাযের নির্দেশ দেন। পবিত্র থাকা, সত্য কথা বলা ও আত্মীয় পরায়ণতার নির্দেশ দেন।

হিরাক্লিয়াস সকল প্রশ্নের উত্তর শুনে বললেন, আমি যদি জানতাম যে তাহার উদ্দেশ্যে নিজেকে নিবেদন করতে পারব তবে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সফরের কষ্ট সহ্য করতাম।

যদি খেদমতে পৌছার সৌভাগ্য অর্জন করতাম তবে তার পা ধূঁয়ে পান করতাম শুধু তার মহব্বত ও মর্যাদার জন্য। কোন মর্যাদা বা হুকুমাত লাভ করার উদ্দেশ্যে নয়।

হিরাক্লিয়াস তার ওজিরগণ, নেতৃস্থানীয় গুণিবর্গ ও উলামায়ে কেরামকে আহ্বান করলেন। যখন তারা আসলেন তখন মহলের সব দরজা বন্ধ করে দেয়া হল।

তারপর সম্রাট বললেন হে রোমানগণ তোমরা কি সফলতা ও সঠিক পথের অভিলাসী। তোমরা কি চাও যে তোমাদের রাজ্য নিরাপদ থাকা। যদি চাও তবে এই নবীর উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। সম্রাটের উক্তি শুনা মাত্র তারা বন্য গাধার মত চিৎকার করে দরজাগুলির দিকে ধাবিত হল। কিন্তু দরজা বন্ধ দেখে প্রত্যাবর্তন করল।

হেরাক্লিয়াস অবস্থা দেখে তাদের ঈমান আনয়ন ব্যাপারে নিরাস হয়ে বললেন, সবাইকে আমার নিকট উপস্থিত কর।

তারা ফিরে আসলে সম্রাট বললেন, আমার উদ্দেশ্য ছিল তোমাদের ঈমান (স্বধর্মে) কতটুকু দৃঢ় তা পরীক্ষা করা।

সম্রাটকে তার সিংহাসন ও হুকুমতের লোভ এমন এক সত্যকে গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখল যে সত্য দিবালোকের মত তার সামনে প্রমাণিত হয়েছিল।

আমাদের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

পুস্তকের নাম	প্রণেতা
• মুনতাখাবুছ ছিওর ১ম খন্ড (উর্দু)	আল্লামা ছাহেব কিব্লাহ ফুলতলী
• মুনতাখাবুছ ছিওর ২য় খন্ড (উর্দু)	”
• মুনতাখাবুছ ছিওর ৩য় খন্ড (উর্দু)	”
• আল কাওলুছ ছাদীদ (উর্দু)	”
• নালায়ে কলন্দর (উর্দু)	”
• আনোয়ারুছ্ ছালিকীন (উর্দু)	”
• মুনাজাতে ইয়াকুবী (উর্দু)	”
• শজ্রোয়ে তায়্যিবা (উর্দু)	”
• হিফযুল বাহার (অজিফা)	”
• বালাই হাওরের কান্না	মাওলানা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী, ফুলতলী
• আদর্শ গল্প সংকলন	”
• আল কাওলুছ ছাদীদ (বঙ্গানুবাদ)	”
• প্রাথমিক তাজবীদ শিক্ষা	”
• আলী বিন হুছাইন হযরত জয়নুল আবিদীন (রাঃ) [জীবনী]	”
• হযরত ইমাম বুখারী (রঃ) [জীবনী]	
• হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলবী (রঃ) [জীবনী]	”
• হযরত হাফিজ আহমদ জৌনপুরী (রঃ) [জীবনী]	”
• মুনতাখাবুছ ছিওর (বঙ্গানুবাদ)	”
• আনোয়ারুছ্ ছালিকীন (বঙ্গানুবাদ)	”
• গাজওয়ায়ে তাবুক (বঙ্গানুবাদ)	”
• চল মুসাফির পাক মদীনায়	”
• সাধারণ কবিতা	”
• কদু ও মধুর উপকারিতা	”
• দ্বিয়াউন্নবী (সাঃ) (বঙ্গানুবাদ)	”
• আল কাওলুছ ছাদীদ (ইংরেজি)	”
• প্রাথমিক তাজবীদ শিক্ষা (ইংরেজি)	”
• রাহগীরে মদিনা	”
• চল্লিশ হাদীস	

ফুলতলী পাবলিকেশন